রাঁচি, রবিবার

12:02:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>123 >>28 Magh 1429 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১২৩ >><< ২৮শে, মাঘ ১৪২৯>>

তুরস্ক, সিরিয়ায় মৃত্যু ২৪ হাজার ছাড়ালো

সিরিয়াঃ তুরস্কে ও সিরিয়ায় গত সোমবার আঘাত হানা ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ২৪ হাজার ছাড়িয়েছে। ধ্বংসস্তুপের নিচে এখনো আটকে আছেন অনেক মানুষ। উদ্ধার কাজ ত্বরান্বিত করতে রাতদিন কাজ করছেন কর্মীরা। উদ্ধার কাজ এগুনোর সাথে সাথে বাড়ছে লাশের সংখ্যা। তুরস্কের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ শনিবার জানায়, ভূমিকম্প ও পরবর্তী আফটারশকে দেশটিতে এখন র্পযন্ত ২০ হাজার ৬৬৫ জন নিহত হয়েছেন। এদিকে প্রতিবেশি সিরিয়ায় এখন পর্যন্ত তিন হাজার ৫৫৩জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। ধ্বংসস্তুপ থেকে এখনো কাউকে কাউকেজীবিত উদ্ধার সম্ভব হচ্ছে বলে জানা গেছে। তবে সময় গড়ানোর সাথে সেই সম্ভাবনা ক্রমশ কমে আসছে। এদিকে ভূমিকম্পে পর্যদুস্ত লাখ লাখ মানুষ জরুরি সহায়তার অপেক্ষায় রয়েছেন। জাতিসংঘের তথ্য মতে, এই দুই দেশে অন্তত আট লাখ ৭০ হাজার মানুষের জরুরি ভিত্তিতে সহযোগিতা প্রয়োজন। তুরস্কে পাঁচ লাখ ৯০ হাজার এবং সিরিয়াতে আক্রান্ত দুই লাখ ৮৪ হাজার মানুষের জন্য সাত কোটি ৭০ লাখ ডলার সহযোগিতার আহ্বান জানেয়েছে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা।

বাজার দর
SENSEX : 60682.70 -123.52
NIFTY : 17856.50 -36.95

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
28.00 °c	15.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .42 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .23 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,640 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 53,400 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 77,300 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

আফগানিস্তান বিষয়ে রাশিয়া আয়োজিত বহুপাক্ষিক আলোচনা এড়িয়ে গেছে পাকিস্তান

মস্কো ঃ পাকিস্তান বৃহস্পতিবার নিশ্চিত করেছে যে তারা আফগানিস্তান নিয়ে এই সপ্তাহে রাশিয়া আয়োজিত বহুপাক্ষিক আলোচনায় অংশ নেয়নি। পাকিস্তান বলেছে, অন্য অনেক ফোরাম রয়েছে, যেখানে দেশটি আফগান শান্তি প্রক্রিয়ায় আরও কার্যকরভাবে অবদান রাখতে পারে। বুধবার মস্কোতে নিরাপত্তা উপদেষ্টা পর্যায়ের বৈঠকে চীন, ভারত, ইরান, তাজিকিস্তান, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, পাকিস্তান এবং উজবেকিস্তানসহ ঐ অঞ্চলে দেশগুলোকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র মুমতাজ জাহরা বালোচ সাপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলনে, মস্কোর বৈঠক এড়িয়ে যাওয়ার ইসলামাবাদের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, তাৎক্ষণিক আহবান করা ঐ বৈঠকে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত ,আমাদের এই বিবেচনার আলোকে নেওয়া হয়েছিল যে অন্য ধরণের বৈঠক এবং ফোরাম, যেগুলো আফগানিস্তানের শান্তি প্রক্রিয়ায় গঠনমূলকভাবে অবদান রাখতে পারে, সেগুলোতে পাকিস্তান আরো ভালোভাবে অবদান রাখতে পারে। মস্কোর সাথে ইসলামাবাদের সম্পর্ক ঐতিহ্যগতভাবে যে উত্তেজনাপূর্ণ। তবে সাম্প্রতিব বছরগুলোতে সেই সম্পের্কের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। এ সম্পর্কের কারণেই, সংঘাত বিধ্বস্ত প্রতিবেশী আফগানিস্তানে শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য রাশিয়া আয়োজিত সংলাপে অংশ নিতে পাকিস্তানকে উৎসাহ যুগিয়েছিলো রাশিয়া কেন বুধবারের আলোচনায় আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন ইসলামপন্থী তালিবানকে আমন্ত্রণ জানায়নি, সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেনি। যুক্তরাষ্ট্র এবং তার নেটো মিত্ররা প্রায় দুই দশক ধরে তালিবানের বিরুদ্ধে লড়াই করার পর, আফগানিস্তান সেনা প্রত্যাহার করে নেয়। ঐ সময় এই সাবেক বিদ্রোহী গোষ্ঠী ২০২১ সালের আগস্টে আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করে। তবে, মানবাধিকার এবং সন্ত্রাস সম্পর্কিত উদ্বেগের কারণে, কোনো বিদেশী সরকার এখনো কার্যত ক্ষমতাসীন আফগান শাসকদেরকে বৈধতা দেয়নি।

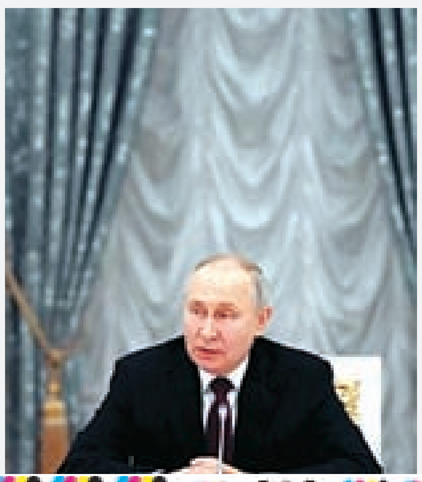

দেশপ্রেমিকরা ভারতের প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবী বাবা তিলকা মাঝিকে তার জন্মবার্ষিকীতে অভিনন্দন জানায়

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ সেরায়কেলা খর্সানা জেলার চান্ডিল ব্লকে অবস্থিত গাঙ্গুডিহ পুনর্বাসন স্থানে তিলকা কল্যাণ সমিতি দ্বারা বাবা তিলকা মাঝী জয়ন্তী উদযাপনের আয়োজন করা হলো। এই উপলক্ষে দেশপ্রেমিকরা ভারতের প্রথম সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামী বাবা তিলকা মাঝির মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে প্রণাম করেন। মুক্তিযোদ্ধা তিলকা মাঝির জীবনী প্রসঙ্গে আয়োজক কমিটির শ্যামল মার্ডি বলেন, বিপ্লবী তিলকা মাঝির নেতৃত্বে স্বাধীনতাপ্রেমীরা ১৭৭৮ সালে পাহাড়িয়া সর্দারদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং রামগড় ক্যাম্প দখলকারী ব্রিটিশদের বিতাড়িত করে ক্যাম্প মুক্ত করে। ১৭৮৪ সালে, তিলকা মাঝি ব্রিটিশ শাসনের একজন অফিসার ক্লিভল্যান্ডকে হত্যা করেন। পরে আইরকুটের নেতৃত্বে তিলকা মাঝির গোরিলা বাহিনীকে প্রচণ্ড আক্রমণ করে যাতে অনেক যোদ্ধা নিহত হয় এবং তিলকাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কথিত আছে, তাকে চারটি ঘোড়ায় বেঁধে ভাগলপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু মাইলের পর মাইল টানাটানি করেও তিনি বেঁচে ছিলেন। তার রক্তে ভেজা শরীর তখনও ক্ষুব্ধ এবং তার লাল লাল চোখ ব্রিটিশ শাসনকে ভয় দেখাচ্ছিল। আতঙ্কিত হয়ে ব্রিটিশরা ভাগলপুরের মোড়ে অবস্থিত একটি বিশাল বটগাছে ঝুলিয়ে তিলকা মাঝির জীবন নিয়ে নেয়। হাজারো জনতার সামনে তিলকা মাঝি তার দেশবাসীকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হাসতে হাসতে ফাঁসিতে ঝুলেছিলেন। তিনি বলেন, এমন মহাপুরুষদের থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে দেশের স্বার্থে আমাদের জল, বন ও ভূমি রক্ষার অঙ্গীকার নিতে হবে। এই উপলক্ষে হান্ডি ফোড়, হাঁস দৌড়, বেলুন ফাটানো, মোমবাতি দৌড়, দড়ি টানা, চামচ দৌড়, ম্যাজিক চেয়ার, অলচিকি ও গণিত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই উপলক্ষে এক বিশাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাম মার্ডির ঝাকাস মেলোডি এবং খড়গপুরের ঝুমুর গায়িকা অঞ্জলি মাহতোর দল একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইচাগড়ের বিধায়ক সবিতা মাহাতো, চান্ডিলের প্রমুখ অমলা মুর্মু, সমাজকর্মী খগেন মাহাতো, যুধিষ্ঠির মাহাতো, অমর সেঙ্গেল, নারায়ণ গোপ, বাসুদেব আদিত্যদেব, শ্যামল মার্ডি, কমিটির চেয়ারম্যান ধনিরাম সোরেন, সেক্রেটারি রবিনাথ হাঁসদা, কোষাধ্যক্ষ সোনু বেসরা প্রমুখ।

ইসলামিক স্টেটের হুমকি উদ্বেগজনক ঃ জাতিসংঘ

দোহা ঃ জাতিসংঘের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী প্রধান বৃহস্পতিবার বলেছেন, সংঘাতপূর্ণ এলাকায় এবং এর আশেপাশে ইসলামিক স্টেটের (আইএস) হুমকি রয়ে গেছে এবং আফ্রিকার মধ্যাঞ্চল, দক্ষিণ ও সাহেল অঞ্চলে গোষ্ঠীটির বিস্তার বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ভ্লাদিমির ভরনকভ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে জানিয়েছেন যে আরবি ভাষায় সংক্ষিপ্ত নাম দায়েশ বলেপরিচিত এই গোষ্ঠীটি ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ভিডিও গেইম এবং গেমিং প্লাটফর্ম ব্যবহার করে উগ্রবাদে আকৃষ্ট করতে ও নতুন সমর্থকদের নিযোগে তাদের প্রচারণার প্রসার ঘটাচ্ছে। তিনি বলেন,দায়েশ যে নতুন এবং অগ্রসরমান প্রযুক্তি ব্যবহার করছে তা একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয়। তিনি নজরদারি এবং অনুসন্ধানের জন্য ড্রোনের অব্যাহত ব্যবহারের পাশাপাশি তারা অর্থ সংগ্রহের জন্য ভার্চুয়াল সম্পদ যে ব্যবহার করে তার দিকেও ইঙ্গিত করেছেন। ভরোনকভ বলেন, ইসলামিক স্টেট গ্রুপ এবং এর সহযোগীদের দ্বারা হুমকি রয়েছে উচ্চ মাত্রায় যার মধ্যে আফ্রিকার কিছু অংশে তাদের অব্যাহত সম্প্রসারণের বিষয়টিও রয়েছে। তিনি এই সম্প্রসারণ রোধে বহুমুখী পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন - কেবল নিরাপত্তার দিকে নয় সংঘাত রোধসহ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।

আইএমএফ এর সঙ্গে পাকিস্তানের মূল আর্থিক সহায়তা আলোচনা নিষ্পত্তিহীন অবস্থায়

ইসলামাবাদঃ পাকিস্তানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের অর্থ সহায়তা কর্মসূচী বিষয়ক আলোচনা নিষ্পত্তিহীন অবস্থায় রয়ে গেছে। অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলা করতে দক্ষিণ এশিয়ার ঐ দেশটিকে ৬৫০ কোটি ডলার অর্থ সহায়তা দেয়ার বিষয়ে আইএমএফ তাদের সঙ্গে বেশ কয়েক দিন আলোচনা করার পরও কোন চুক্তিতে পৌঁছাতে পারেনি। শুক্রবার ভোরে আইএমএফ প্রতিনিধিদল দেশটি ত্যাগ করার আগে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে তড়িঘড়ি করে ডাকা এক সংবাদ সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী ইসহাক দার জানান, প্রতিনিধিদের সঙ্গে ১০ দিনের আলোচনা বিস্তৃত এবং সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। দার জানান, আইএমএফ যে মোটামোটি সম্মতনীতি তার সরকারকে দিয়েছে তার একটি খসড়া পর্যালোচনার পর তার দল সোমবার আইএমএফ'এরসঙ্গে এক ভার্চুয়াল বৈঠক করবে। আইএমএফ এর এক বিবৃতিতে পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাদের আলোচনা গঠনমূলক বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বলা হয়েছে। তবে, বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলা হয়, এই মিশনটি বোর্ডের আলোচনায় আসবে না।ঐ বৈঠকে ৩৫০ কোটি ডলারের সংকটে পড়া অর্থনীতির দেশটিকে সাহায্য করার জন্য মূল অর্থ সাহায্য থেকে ১০০ কোটি ডলার দেয়া হবে। ২০১৯ সালে আইএমএফ এর সাথে পাকিস্তান ৬৫০ কোটি ডলারের এই অর্থ সাহায্য চুক্তি সই করে। প্রাথমিকভাবে এই অর্থ সাহায্যের কিছু অংশ ডিসেম্বরে পাবার আশা করা হয়েছিল। এই কর্মসূচিটি জুনে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। আইএমএফ এর ওয়াশিংটন সদর দফতরের অনুমোদন পাবার আগে ইসলামাবাদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সংস্থাটির কর্মকর্তাদের একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে হবে। তারপর এই অর্থ অবমুক্ত করা হবে।

নিযুক্তি সমাবেশ — বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল

গুয়াহাটিতে হেডকোয়ার্টার্স ইস্টার্ন কমান্ডের উদ্যোগে প্রাক্তন সেনাদের জন্য দুই দিনের নিয়োগ সমাবেশ এবং আলোচনা সভা শুরু

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অবসরপ্রাপ্ত তথা প্রাক্তন সেনাদের নিযোগে প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাপক পদক্ষেপ নিল ভারতীয় সোনার হেডকোয়ার্টার্স ইস্টার্ন কমান্ড। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী গুয়াহাটি মহানগরের ৫১ সাব এরিয়ার অধীনে থাকা নারাঙ্গি সেনা ছাউনিতে প্রাক্তন সেনাদের জন্য আয়োজন করা দুই দিনের নিযুক্তি সমাবেশ এবং আলোচনা সভা আজ থেকে শুরু হয়েছে। ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চীফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর পি কলিতা এই নিয়োগ সমাবেশ এবং আলোচনা সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার পাশাপাশি নিজের মতামত তুলে ধরেন। প্রসঙ্গত দুই দিনের জন্য আয়োজন করা প্রাক্তন তথা অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের নিযুক্তি সমাবেশ এবং আলোচনা সভা আগামীকাল অর্থাৎ ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

গুয়াহাটি মহানগরের ৫১ সাব এরিয়ার অধীনে থাকা নারাঙ্গি সেনা ছাউনিতে আযোজিত এই নিয়োগ সমাবেশ এবং আলোচনা সভায় ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চীফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর পি কলিতা ভারতীয় সেনাবাহিনীর দ্বারা আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরেন। তিনি বলেন সামাজিক জীবনে ফিরে যাওয়া প্রাক্তন তথা অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের পাশে দাঁড়ানোই সেনাবাহিনীর মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে এই নিযোগে সেবাতে অংশগ্রহণ করা বিভিন্ন সংস্থাদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন বহু বছর ধরে দেশের সেবা করা প্রাক্তন সেনাদের স্বার্থে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেটা প্রশংসারযোগ্য। নিযোগে সমাবেশের মাধ্যমে প্রাক্তন সেনারা পুনরায় নিযুক্তির পাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি এই প্রক্রিয়ায় জড়িত হওয়ার সুযোগ পাবেন। নিযোগে সমাবেশের মাধ্যমে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি তথা নিযোগে দাতাদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছেন প্রাক্তন এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনারা বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চীফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর পি কলিতা বলেন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট তথা নর্থ ইস্টার্ন হ্যান্ডিক্রাফট এন্ড হ্যান্ডলুমস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাক্তন সেনারা আত্মনির্ভর হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন। চাকরির ক্ষেত্রে নিযোগে সমাবেশ ওয়ান স্টপ সলিউশন বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। তাছাড়া হেডকোয়ার্টার্স ইস্টার্ন কমান্ড তরফে আযোজন করা রেকর্ড অফিস এবং পেমেন্ট অফিসের মাধ্যমে প্রাক্তন এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনারা নিজেদের অভিযোগ সমাধান করার সুযোগ পেয়েছেন। একই সঙ্গে প্রাক্তন এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের চিকিৎসা শিবির এবং সিএসডি সুবিধা দেওয়া হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন কমান্ডিং ইন চীফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর পি কলিতা। ডগুয়াহাটি মহানগরের ৫১ সাব এরিয়ার অধীনে থাকা নারাঙ্গি সেনা ছাউনিতে আযোজিত এই নিযোগে সমাবেশ এবং আলোচনা সভায় জব সার্চ স্ট্যাটাজি, রিজিউম বিল্ডিং এবং ইন্টারভিউয়ের টেকনিকস সম্পর্কে প্রাক্তন তথা অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের বিস্তারিত অবগত করানো হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বর্তমানের নিযোগে বাজারে কিভাবে প্রাক্তন সেনারা নিজেদের স্থান নিতে পারবেন সেক্ষেত্রে তাদের কৌশল অবগত করিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাক্তন এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের জন্য আয়োজন করা নিযোগে সমাবেশ এবং আলোচনা সভায় বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থা, সরকারি সংস্থা এবং নন প্রফিট সংস্থার বহু সংখ্যক নিযোগে দাতা অংশগ্রহণ করেছেন। এই সংস্থাগুলো প্রাক্তন তথা অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের সঙ্গে নতুন নিযোগে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অবগত করানো তথা আলোচনা করা ছাড়াও সেখানে নিযোগের জন্য সাক্ষাৎকার, ইন্টারভিউ নেওয়ার ব্যবনস্থা করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

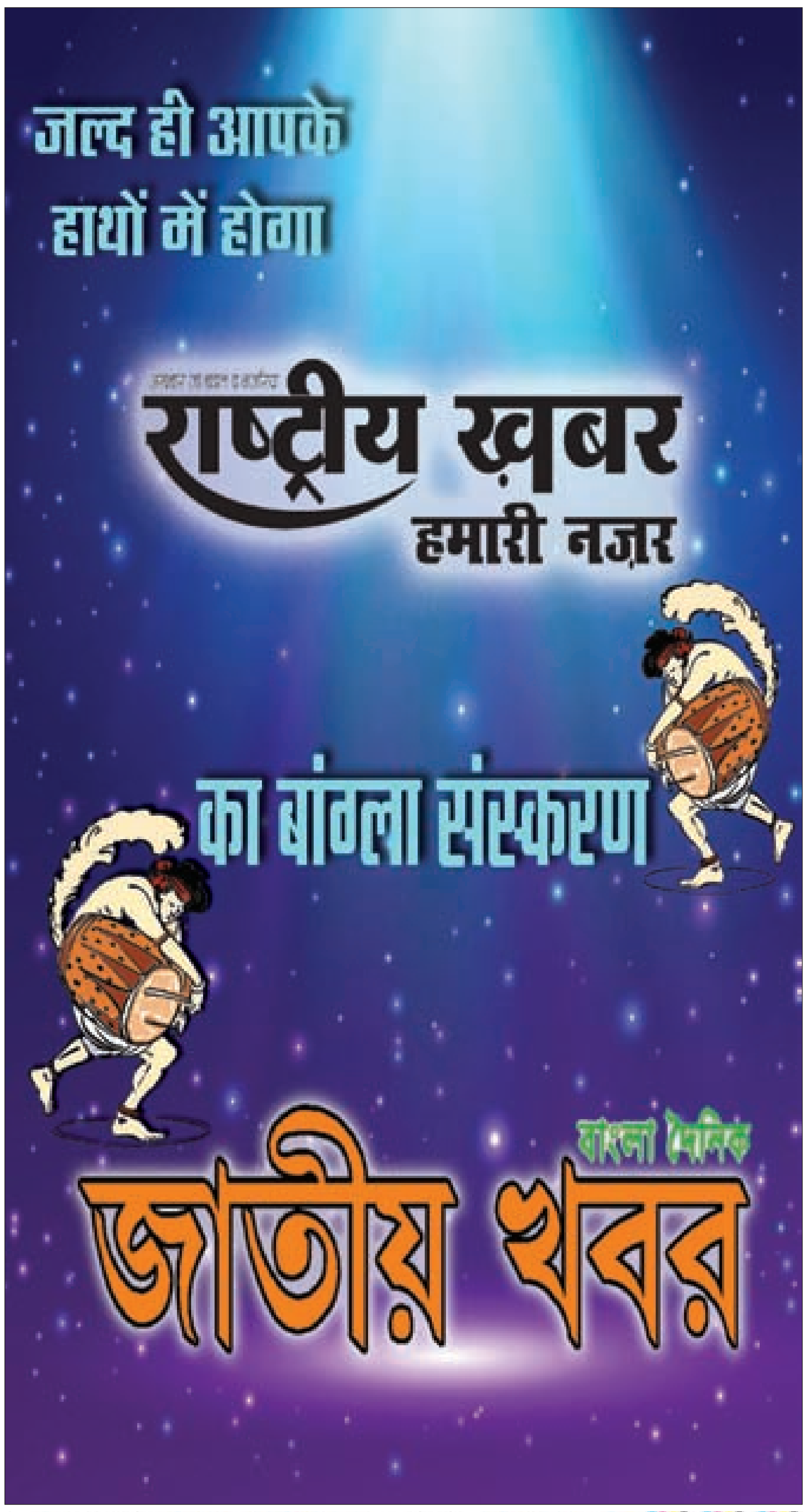

জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

হত্যা ও আত্মহত্যার সঙ্গে জড়িত শিক্ষকের মৃত্যুর মামলা

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা। শনিবার সকালে কোডারমার দুধমাটি থেকে নিখোঁজ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গিরিজা নন্দন প্রসাদের মৃতদেহ উদ্ধারের পর প্রশ্ন উঠছে তিনি মধুর ফাঁদের শিকার হয়েছেন কিনা। তাঁকে খুন করা হয়েছে নাকি সে আত্মহত্যা করেছে তা এখনো জানা যায়নি। ৩১ জানুয়ারি সে নিখোঁজ হয় এবং কোডারমা থানায় অপহরণের মামলা দায়ের করা হয়। শনিবার সকালে কোডারমা থানাধীন ডাংরা পাহাড়ের সামনে জঙ্গলের একটি ড্রেন থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। পাশ দিয়ে যাওয়া লোকজন মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়, এরপর কোডারমা থানার ইনচার্জ দ্বারিকা রাম পুলিশ বাহিনী নিয়ে আসেন। সেখানে লাশের পাশ থেকে নিহতের পাঞ্জাবি ও চশমা এবং মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। তবে নিহতের স্লিপার উদ্ধার করা যায়নি। ঘটনাস্থলে লাশ দেখে ধারণা করা হচ্ছে নিহতকে হত্যা করা হয়েছে। তবে আত্মহত্যার সম্ভাবনাও প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়াও তিনি এক সপ্তাহেরও বেশি আগে মারা গেছেন। উল্লেখ্য, ৬৯ বছর বয়সী অবসরপ্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষক গিরিজা নন্দন প্রসাদ নিখোঁজ হওয়ার পর তার ছেলে আনন্দ কিশোরের আবেদনে কোডারমা থানায় অপহরণের মামলা দায়ের করা হয়। কিশোর তার আবেদনে বলেছেন যে তার বাবা গিরিজা নন্দন প্রসাদ ৩১জানুয়ারী সকাল ১১ টায় বাসা থেকে বাজারে যাওয়ার জন্য বের হয়েছিলেন এবং তারপর থেকে আর ফিরে আসেননি। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, অজ্ঞাত ব্যক্তিরা তাকে অপহরণ করেছে। এই বিষয়ে আইপিসির ৩৬৩ ধারায় কোডারমা থানায় মামলা নম্বর ২০২৩ নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং এসআই ইকবাল হুসেনকে এই মামলার তদন্তকারী নিযুক্ত করা হয়েছে।

এসপি নিরাপদ পুনরুদ্ধারের দাবি করেছিলেন

মামলায় পুলিশের কর্মশৈলী নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রথমত, থানায় জানানোর পর তাৎক্ষণিকভাবে এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়নি। পরে অপহরণের মামলা দায়ের করা হলেও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হয়নি। পুলিশ সুপার কুমার গৌরবের সাথে দেখা করতে যাওয়া পরিবারের সদস্যরাও তাদের নিরাপদ পুনরুদ্ধারের আশ্বাস পেয়েছেন। এসপি বলেছিলেন যে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে দুটি দল গঠন করা হয়েছে এবং তাদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। এসপি কুমার গৌরব নিজেই ৫ দিন আগে গণমাধ্যমকে বলেছিলেন যে নিখোঁজ শিক্ষককে দুদিন আগে বরহীর আশেপাশে দেখা গেছে। কিন্তু এরপর শনিবার ওই শিক্ষকের লাশ উদ্ধার করা হয়। যেখানে মৃতদেহ পাওয়া গেছে সেখানে দলটি পৌঁছায়নি।

কোন না কোন ষড়যন্ত্র বা মধুর ফাঁদের শিকার

শিক্ষক গিরিজা নন্দন প্রসাদ সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তার পাঁচটি ফেসবুক প্রোফাইল পাওয়া গেছে, যার মধ্যে একটি লক করা আছে। যেখানে অন্য চারটি ফেসবুক প্রোফাইলে ২০১৭, ২০১৯, ২০২২ এবং ২০২০ এর পরে কোনও আপডেট নেই। তাদের মধ্যে তার বন্ধুর সংখ্যা ৬১, কারো ৭০,৫২ এবং আর একটি তে ২৮জন। সাইবার জালিয়াতি বা হানি ট্র্যাপের মাধ্যমে শিক্ষকের কাছে টাকা চাওয়া হচ্ছিল বলে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। তার অ্যাকাউঃট থেকেও সন্দেহজনক টাকা তোলা হয়েছে। সে এই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়, হয় তাকে ব্ল্যাকমেইল করার পর খুন করা হয়েছে নয়তো সে আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ পুরো বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিলেই বিষয়টি জানা যাবে। তবে পরিবার ও শিক্ষকের ছেলে অমিত কিশোর পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ এনে বলেন, বাবা নিখোঁজ হওয়ার পর পুলিশের তৎপরতা অভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটে তৎপর থাকলে এ দুর্ঘটনা ঘটত না।

মিড ডে মিলের তদারকি করতে মালদায় এলো কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের ছয় সদস্য

মালদা ঃ মিড ডে মিলের তদারকি করতে মালদায় এলো কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের ছয় সদস্য। বৃহস্পতিবার সকালে ওই কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের কর্তারা মালদার একটি বেসরকারি হোটেলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। সেখানে জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া সহ প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে এক প্রস্তর বৈঠক করেন। এরপরই কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের কর্তারা সোজা গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যান গাজোল ব্লকে। গাজলের বেশ কয়েকটি স্কুলে আচমকায় মিড ডে মিলের খাবারের তদারকি করতে চলে যান। গাজোলের কয়েকটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগত চর্চা এবং খাবারের গুণগত মান তদারকি করে দেখেন ও কথা বলেন সেই সব সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে। যদিও এদিন দিনভর গাজোল ব্লকের আরো বেশ কিছু স্কুলে গিয়ে মিড ডে মিলের খাবার খতিয়ে দেখার কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় ওই প্রতিনিধি দলের কর্তাদের। যদিও এপ্রসঙ্গে তদন্তে আসা ওই কেন্দ্রীয় দলের কোনো কর্তারাই সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে কোনরকম প্রতিক্রিয়া দেন নি। তবে কয়েকটি স্কুলে মিড ডে মিলের খাবারের গুণগত মান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের কর্তারা বলেও সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও জানা গিয়েছে।

শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি ব্যারেজে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে পাখি সুমারী করা হল

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি ব্যারেজে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে পাখি সুমারী করা হল। শনিবার, সকাল থেকে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সহযোগিতায় এই সুমারী করে বনদপ্তর। জানা গিয়েছে, প্রতিবছর এই ব্যারেজে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর পরিযায়ী পাখি আসে। তাদের বর্তমান সংখ্যা গণনা করতে এই সুমারী করা হচ্ছে। পাখিদের সংরক্ষণে এই কাজ বলে জানায় পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা।

মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসের ঠাকুর নগর এলাকায় বিরাট মিছিল বের করা হয়

শিলিগুড়ি ঃ মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রাণপুরুষ হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর। সরকারি সভা মঞ্চ থেকে সেই হরিচাঁদ ঠাকুরকে রঘুচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরকে গরুচাঁদ বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এভাবে প্রাণপুরুষের নাম বিকৃত করার ঘটনায় ক্ষুব্ধ মতুয়ারা ।আসছে পঞ্চায়েত ভোট । তার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন জেলায় সফর করছেন । ৩১ জানুয়ারি তিনি মালদার গাজোলে যান । সেখানে প্রশাসনিক সভা করেন । ওই অঞ্চলটি মতুয়া অধ্যুষিত । ভোটারদের একটি বড় অংশ মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত । সেখানে তিনি তাঁর বক্তৃতায় মতুয়াদের জন্য তৃণমূল সরকার কী কী করেছেন তা তুলে ধরেন । বক্তৃতা দেওয়ার সময় মতুয়াদের আরাধ্য হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাম উচ্চারণ করেন মুখ্যমন্ত্রী । কিন্তু মুখ ফসকে রঘুচাঁদ গুরুচাঁদ না বলে রঘুচাঁদ গরুচাঁদ বলে ফেলেন । মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের অসন্তুষ্ট হন মতুয়া শ্রেণির মানুষেরা । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্তব্য করায় এই সুযোগ হাতছাড়া করেনি বিরোধী গেরুয়া শিবির । শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা তারি প্রতিবাদে সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে আন্দোলনে নামে মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্তরা। সেই ভাবে শিলিগুড়ি হাতিয়াডাঙ্গা ঠাকুর নগর শাখা মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে আজ শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসের ঠাকুর নগর এলাকায় একটি বিরাট মিছিল বের করা হয়। এরপর ইস্টার্ন বাইপাসের ঠাকুর নগর এলাকায় মেন সড়ক অবরোধ করেন। সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের জলপাইগুড়ি জেলার সভাপতি দীপঙ্কর বালা বলেন, ''গাজোলের সভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রাণপুরুষ হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাম যেভাবে বিকৃত করেছেন তাতে আমাদের সম্প্রদায় ভীষণ ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ। তিনি হরিচাঁদ ঠাকুরকে 'রঘুচাঁদ' ও গুরুচাঁদ ঠাকুরকে 'গরুচাঁদ' বলেছেন। শুধু তাই নয়। নাম বিকৃত করার পর মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্যদের থেকে নিশ্চিত হয়েছেন যে তিনি যা বলেছেন সেটা ঠিক কী না।মুখ্যমন্ত্রীর এমন মন্তব্যের জন্য আমাদের ভাবাবেগ ব্যাপকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়।এরই প্রতিবাদে আজ মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের মতুয়া সম্প্রদায় আন্দোলনে নামে। তাদের দাবি অতি সত্যি ঠাকুরবাড়ীতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমা মার্জনা না চাইলে এর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করবেন মতুয়া সম্প্রদায় মানুষ জন।

পাচারের পথে উদ্ধার বক্সার জঙ্গলের বিরল প্রজাতির পাখি, গ্রেফতার পাচারকারী

আলিপুরদুয়ার ঃ জীব বৈচিত্রে ভরপুর বক্সার জঙ্গল সবসময়ই দুষ্কৃতীদের এক নম্বর টার্গেট। কখনো মূল্যবান কাঠ,কখনো বন্যপ্রাণী,কখনো বা বন্য প্রাণীর দেহাংশ লুট করে চড়া দামে পাচার করার ফন্দি ফিকির খোঁজে পাচারকারীরা।তবে এবার বক্সার মূল্যবান কাঠ বা বন্যপ্রাণীর দেহাংশ নয় ,এবার পাচারকারীদের নজর বক্সার পক্ষি কুলের ওপর।নানান বিরল প্রজাতির পাখির আবাসস্থল এই বক্সার জঙ্গল।সেখান থেকেই কোনো ভাবে শিকার করে চড়া দামের বক্সার পাখি পাচারের ছক কষেছিল পচারকারীরা।যদিও সেই পাচার ভেস্তে দিল বনদপ্তর । আর এই সাফল্য এল বনদপ্তরের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জের হাত ধরে । গোপন সুত্রের খবরের ভিত্তিতে আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের পাগলা বাজার এলাকায় শনিবার ভোরে অভিযান চালিয়ে বিরল প্রজাপতির ৭টি হিল ময়নাপাখি উদ্ধার করল কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জ। ঘটনায় এক যুবকে গ্রেপ্তারও করেছে বনদপ্তর ।ধৃত যুবকের নাম হাসান মিয়া ঘটনায় একটি মোটরবাইকও বাজেয়াপ্ত করেছে বনদপ্তর । এই বিষয়ে কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জের রেঞ্জার উত্তম কুমার সরকার বলেন, ৭টি হিল ময়না পাখি উদ্ধার করা হয়েছে । একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে ।

উন্নত জীবনের জন্য তৃণমূল ব্লক সভাপতি প্রতিবন্ধী যুবককে দিলেন টোটো

উত্তর দিনাজপুর ঃ এক প্রতিবন্ধী যুবকের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার প্রমাণ করে ইসলামপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি জাকির হুসেন। উপহার হিসেবে তুলে দিলেন নতুন একটি টোটো। প্রতিবন্ধী ওই যুবকের নাম নাজির আলম (৩৪) তার বাড়ি চোপড়া ব্লকের সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়াবাড়ি ধর্মগছ এলাকায়। জন্ম থেকেই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ওই যুবক। বাড়িতে স্ত্রী সন্তান ও বাবা মাকে নিয়ে খুব অভাবে সংসার চালাতেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে কিছু সাহায্য পাওয়ার আশায় ওই যুবক ২১ শে জুলাই ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে না পারায় হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যান। অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করেও কোনও সাহায্য পাননি তিনি। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস,, গত বৃহস্পতিবার ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে নাজির আলম নামে ওই প্রতিবন্ধী যুবক গাড়িতে তৃণমূলের পতাকা দেখে হাত দেখিয়ে দার করিয়েছিলেন ইসলামপুরের ব্লক সভাপতি জাকির হুসেন কে। তার সাথে দেখা করে আবদার করেছিলেন যে তিনি কিছু কাজ করে খেতে চান।

শিলিগুড়ি পৌঁছোলেন রাজ্যপাল, গার্ড অফ অনারের মাধ্যমে স্বাগত জানান BSF জাওয়ানরা

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পৌঁছোলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। জানা গিয়েছে, তিনদিনের ঝটিকা সফরে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি পৌঁছোলেন তিনি। কলকাতা থেকে গতকাল সন্ধ্যায় রওনা হয়ে এদিন সকালে এনজেপি স্টেশনে পৌঁছোন। পরে সেখান থেকে সড়কপথে পৌঁছে যান শিলিগুড়ির স্টেট গেস্ট হাউজে। তিনদিনের এই সফরের প্রথম দিনই ফুলবাড়িতে ইমিগ্রেশন চেক পোস্ট পরিদর্শন করন রাজ্যপাল। সেখানে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে তার। ফুলবাড়ি ভারতবাংলাদেশ সীমান্ত পরিদর্শনে এলেন রাজ্যের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। বৃহস্পতিবার, সকাল ১০টা নাগাদ তিনি সেখানে যান। তাকে গার্ড অফ অনারের মাধ্যমে স্বাগত জানান BSF জাওয়ানরা। তারপর BsF এর কার্যালয় তিনি ঘুরে দেখেন। BSF এর আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। পরবর্তীতে সীমান্ত এলাকাও পরিদর্শন করেন তিনি। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বর্ডার এলাকায় BSF জওয়ানরা কিভাবে কাজ করছে তাদের কোনো সমস্যা রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখতেই এই পরিদর্শন। পাশাপাশি জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলাতেও যাওয়ার কথা রয়েছে তার। রয়েছে একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, ৪ তারিখ কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ কনভোকেশনে যোগ দেওয়ার পর সেদিন বিকেলেই কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন রাজ্যপাল।

২ লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ, কয়লা বোঝাই ট্রাক্কারে ভয়াবহ আগুন,আহত২

জলপাইগুড়ি ঃ কয়লা বোঝাই ট্রাক্কারের সাথে পেয়াজ বোঝাই লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ, ঘটনায় কয়লা বোঝাই ট্রাক্কারে ভয়াবহ আগুন। ঘটনায় আহত২, । বুধবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ির গিলান্ডি সংলগ্ন এশিয়ান হাইওয়ের উপর। জানা, গেছে এদিন স্থানীয়রা হঠাৎ করে আওয়াজ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ।খবর পেয়ে ছুটে আসেন ধূপগুড়ি দমকল কর্মীরা তাদের দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। আগুন লাগার কারণ এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি।ধূপগুড়ি থানার পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছে।

সাংসদ রাজু বিষ্টের বাড়ির সামনে আইএনটিটিইউসির বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি ঃ সাংসদের বাড়ীর সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসল শাসক দলের শ্রমিক সংগঠন।চা বাগান শ্রমিকদের পিএফ প্রদান,চা বাগান শ্রমিকের নানা সরকারি সুবিধা প্রদান সহ একাধিক দাবিতে এদিন শিলিগুড়ির মাটিগাড়াতে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তার বাড়ির সামনে অবস্থান বিক্ষোভের শামিল হল আইএনটিটিইউসি।উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি বলেন,চা বাগানে শ্রমিকদের পিএফ পাওয়ার কথা থাকলেও এখনো পর্যন্ত তারা পি এফ এর সুবিধা থেকে বঞ্চিত।তার পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি সুবিধা ও তারা পাচ্ছে না।এই নিয়েই তাদের লাগাতার আন্দোলন করবে আইএনটিটিইউসি।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দলকে শক্তিশালী করতে ৩০জন মহিলার বিজেপিতে যোগদান

কোচবিহার ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দলকে শক্তিশালী করতে নতুন করে দলের সদস্য বাড়াচ্ছে বিজেপি। আজ বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে রাজনীতির বাইরে থাকা প্রায় ৩০ জন মহিলাকে বিজেপিতে যোগদান করান বিজেপি সাংসদ তথা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক।এদিনের এই যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ তথা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক, কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় এবং কোচবিহার তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা রায় সহ দলীয় কর্মীরা। এদিন দলীয় কার্যালয়ে নতুন সদস্যদের হাতে দলের পতাকা তুলে দেন নিশীথ প্রামানিক,বিজেপি জেলা সভাপতি সুকুমার রায়,বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা রায় এবং জেলার অন্যান্য নেতৃত্বরা।

কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সমাবর্তন অনুষ্ঠান হলো

কোচবিহার ঃ কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সমাবর্তন অনুষ্ঠান হলো। শনিবার কোচবিহার জেলাশাসক দপ্তরের লাগোয়া উৎসব অডিটোরিয়ামে ওই অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গঠনের কথা তুলে ধরেন তিনি।পাশাপাশি নয়া শিক্ষানীতি দেশকে আরও উন্নয়নের পথে নিয়ে যাবে বলে মত পোষণ করেন তিনি। একই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের মোটিভেট করতে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে তাদের তুলনার পাশাপাশি নানা বিষয়ের উল্লেখ করেন তিনি। এছাড়াও বাংলার বীর সন্তান নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গও বক্তব্যে সুন্দরভাবে তিনি তুলে ধরেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০ থেকে ২০২২ সাল এই তিন বছরের ২৮২ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রীর হাতে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক তুলে দেওয়া হয়।সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি ড. তাপস কুমার কুণ্ডু, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. আব্দুল কাদের সাফেলি প্রমুখ।

কোচবিহার জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে বিনা খরচে বাইরের বিভিন্ন বড় হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে

কোচবিহার ঃ কোচবিহার জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে আজ কোচবিহার গড়িয়াহাটি ক্লাবের মাঠে অনুষ্ঠিত হলো একটি স্বাস্থ্য শিবির। এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামান, কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি সুকুমার রায়, তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা মালতি রাভা রায় সহ বিজেপির জেলা নেতৃত্বরা। এদিনের এই স্বাস্থ্য শিবিরের বিভিন্ন চিকিৎসকদের নিয়ে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এবং যে সমস্ত রোগের বাইরে গিয়ে চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে সে ক্ষেত্রেও এই স্বাস্থ্য শিবির থেকেই তাদের সহযোগিতা করা হয়। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক বলেন, বহু গরিব মানুষ রয়েছে যারা বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন থাকলেও তারা যেতে পারে না। সেই সমস্ত রোগের জন্য বাইরের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর জন্য তাদের কোন পয়সা দিতে হবে না। বিনা খরচে তারা যাতে বাইরের বিভিন্ন বড় হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে।

দাড়িয়ে থাকা সরকারি বাসে সজোরে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে যায় পিকআপ ভ্যান

উত্তর দিনাজপুর। দাড়িয়ে থাকা সরকারি বাসে সজোরে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে যায় পিকআপ ভ্যানটি। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় পিকআপ ভ্যানের চালক। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার গুঞ্জেরিয়া বাজার সংলগ্ন ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক এলাকায়। স্হানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে একটি সরকারি বাস রাস্তার ধারে খারাপ অবস্থা দাড়িয়ে ছিল। রায়গঞ্জের দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যান সজোরে ওই বাসের পিছনে ধাক্কা মারলে পিকআপ ভ্যানটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। অন্যদিকে দাঁড়িয়ে থাকা বাসটি জাতীয় সড়ক থেকে নিচে জমিতে নেমে যায়। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয় পিকআপ ভ্যানের চালক গুরুতর জখম হয়। স্হানীয় বাসিন্দারা পিকআপ ভ্যানের চালককে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে চিকিৎসার জন্য। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে আসে ইসলামপুর থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চারটি পথ শারমেয়কে গরম পিচে ফেলে পুড়িয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা একদল দুষ্কৃতি

মালদা। চারটি পথ শারমেয়কে গরম পিচে ফেলে পুড়িয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা একদল দুষ্কৃতি। নৃশংস এই ঘটনাটি মালদা বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়।তিনদিন পর এই শারমেয়দের উদ্ধার করে এক পশু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে তুলে দেওয়া হয়েছে। শুরু হয়েছে চিকিৎসা। শারমেয়দের উপর এমন নির্যাতনের পর ইংরেজবাজার শহরে প্রতিবাদে পশু প্রেমীরা।সেই প্রতিবাদী যূবক যুবতী উপর হামলা। ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা। পশুপ্রেমীকের ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের।

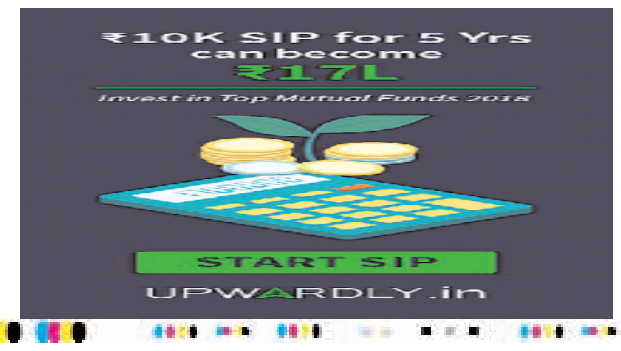

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার আরও ক্ষতি করেছে, তৃণমূলে ভীত বিজেপি! মন্তব্য অভিষেকের

কলকাতা ঃ আমি পেরেছি আপনারাও পারবেন, অনুব্রতগড়ে ভোটলুঠ রুখে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ডাক শুভেন্দুর বীরভূম অনুব্রত মণ্ডলের নামে পরিচিত হবে না। বীরভূম পরিচিত হবে মা তারার নামে, কবিগুরুর নামে, বাউলশিল্পীদের নামে। পঞ্চায়েতে ভোটলুঠ রুখে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমরা কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাতে হবে। আমি পেরেছি। এবার আপনাদেরও পারতে হবে। পঞ্চায়েত ভোটে বীরভূমের মাটিতে পদ্ম ফোটাতে হবে। শনিবার অনুব্রতগড় বীরভূমের ময়ূরেশ্বরে জনসভা করে পশ্চিমবঙ্গে ডবল ইঞ্জিন সরকার গড়ার সংকল্প নিলেন শুভেন্দু অধিকারী। পঞ্চায়েত ভোটের আগে অনুব্রত মণ্ডলের জেলায় জনসভা করেন শুভেন্দু অধিকারী। অনুব্রত মণ্ডলকে নিশানা করে তিনি বলেন, যিনি বলতেন উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি এখন কোথায়। তিনি এখন গরু পাচারের অভিযোগে জেলে। এবার চোরলুঠেরাদের রুখে বীরভূমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বীরভূম অনুব্রত মণ্ডলের নামে পরিচিত হবে না। বীরভূম পরিচিত হবে মা তারার নামে, কবিগুরুর নামে, বাউলশিল্পীদের নামে। রাজ্যের কাছে কেন্দ্রের পাওনা ১৮৪১ কোটি! সংসদে নির্মলার নিশানায় মমতার সরকার অনুব্রত গড়ে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার ছেড়ে শুভেন্দু বলেন, এবারের পঞ্চায়েত ভোটে এই বীরভূমের মাটি থেকেই জয়ের পথে ফিরবে বিজেপি। বাংলায় ডাবল ইঞ্জিন সরকার হবে। আজ নয় কাল ডাবল ইঞ্জিন সরকার হবেই। কেউ রুখতে পারবে না। আমি পিসিকে হারিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি। এরপর বাংলার মানুষ গ্রামের ভোটে তৃণমূলকে হারিয়ে রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। এতদিন মানুষকে ভয় দেখিয়ে ভোটে জিতেছে তৃণমূল। ২০১৮'র পুনরাবৃত্তি হবে না। এবার বাংলরা মানুষ জবাব দেবে। চোরেদের গণতান্ত্রিকভাবে হারিয়ে বাংলায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তৃণমূলকে হারিয়ে বিজেপি গ্রামবাংলর এই পঞ্চায়েত ভোট থেকেই রাজ্যে সুশাসন আনার কাজ শুরু করবে। ময়ুরেশ্বরের জনসভা থেকে পরিবর্তনের ডাক দিলেন শুভেন্দু। গোটা বীরভূমের মানুষ এক হয়েছে। এবার পরিবর্তন আসবেই। শুভেন্দু অধিকারী এদিন বলেন, কান টানলেই মাথা আসবে। জিডিড ভাইয়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সদস্যা তথা কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলরের যৌথ প্রোপার্টি সামনে এসেছে। আবার ইডি দিল্লি থেকে তলব করছে জিডিডভাইকে। এখন ছোটো ছোটো মোরলা, পুঁটিরা ধরা পড়েছে। এরপর চট জাল দিয়ে গোটা বংশটা ভিতরে চলে যাবে। পিসি যাবে, ভাইপো যাবে, ভাইপোর বউ যাবে, ভাইপোর শ্যালিকা যাবে, ভাইপোর মা, বাবা যাবে, পিসির ভাই যাবে গোটা বংশটাই চলে যাবে। 'জিট্টি' ভাইয়ের পরে কারা ইডির সম্ভাব্য তালিকায়, প্রকাশ শুভেন্দু অধিকারীর! জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে কটাক্ষ 'ভাইপো'কে শুভেন্দু এদিন অভিষেককে কটাক্ষ করে বলেন, আগে এক মাস বাড়ি থেকে না বেরিয়ে জাতীয় সঙ্গীত ভালো করে মুখস্থ করতে। আজ মাথাভাঙায় জাতীয় সঙ্গীত ভুলভাল গেয়েছে। আগে জাতীয় সঙ্গীত ভালো করে শিখে তারপর রাজনীতি নিয়ে কথা বলুক। শুভেন্দু আরও বলেন, ভাইপোর একটাই পরিচয় ও পিসির ভাইপো। আর কোনও পরিচয় নেই। পিসিকে হারানো লোক আমি, ওসব এলিথেলির কথার উত্তর দিই না। কুণাল ঘোষকেও একহাত নেন শুভেন্দু।

রাজ্যপালের সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে ২ ঘন্টা বৈঠক! বিজেপির সঙ্গে 'সহমতে' খুশি

কলকাতা ঃ সুকান্ত মজুমদার প্রথমবার রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের কারও সঙ্গে বৈঠক রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। দুজনের আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে বলে দাবি করেছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁরা প্রায় দুঘন্টা বৈঠক করেন। সেদিক থেকে বলতে গেলে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের কারও সঙ্গে এই প্রথম বৈঠক করলেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশনও জমা দেন সুকান্ত মজুমদার। রাজভবন থেকে বেরিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, এদিনের বৈঠকের পরে তিনি খুশি। দুর্নীতি দূর করতে সহমত এদিন বৈঠকের পর রাজভবনের বাইরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, দুর্নীতি দূর করতে সহমত রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তিনি বলেছেন, দুর্নীতি দূর করার কথা। তিনি (সুকান্ত মজুমদার) বলেছেন, কিছু মানুষ দুর্নীতি করেছেন, তাঁদের শাস্তি হওয়া দরকার। বাংলার সাধারণ মানুষের এই চোরেদের থেকে বঞ্চিত হওয়া উচিত নয়। যাঁরা চুরি করেছেন, তারা শাস্তি পাক, চোরগুলো জেলের ভিতরে ঢুকুক। সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, আগামী দিনে দুর্নীতি দূর করার পরে বাংলার সাধারণ মানুষকে টাকা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা বিজেপি করবে বলে জানিয়েছেন তিনি। শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতি নিয়ে রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতির অভিযোগ করে রাজ্য বিজেপির সভাপতি রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি শিক্ষায় বাংলার নবজাগরণের কথা উল্লেখ করে বেআইনিভাবে উপচার্যদের নিয়োগ বাতিলের আবেদনও তিনি করেন। সুকান্ত মজুমদার বলেন, মাননীয় রাজ্যপাল লোকায়ুক্তের নিয়োগ অসাংবিধানিক বলে যে জানিয়ে দিয়েছেন তা অনেকেই জানতেন না। রাজ্যপাল বিষয়টি সংবাদ মাধ্যমের কাছেও জানাননি। এব্যাপারে সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, এক একজনের কাজের ধারা এক এক রকমের হয়। উনি মনে করেছেন, তাই বিষয়টি মিডিয়াকে জানানোর প্রয়োজন মনে করেননি। আলোচনায় খুশি বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনায় যে খুশি, তা গোপন করেননি। তিনি বলেছেন অনেক বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছে। সামনের দিনগুলিতেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি জানিয়েছেন, রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসা নিয়ে আলোচনায় রাজ্যপাল বলেছেন, রাজনীতিতে হিংসার কোনও স্থান নেই। রাজ্যে হিংসা মুক্ত ভোটগ্রহণ করাতে যা যা করার প্রয়োজন তা করাতে উনি কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন। রাজ্যপাল বলেছেন, সংবিধান সবার ওপরে। পচা আলু নেব না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছেন, অন্যদল থেকে আসা নেতাদের বিজেপিতে নেওয়া হবে না। এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে সুকান্ত মজুমদার বলেন, কোনও পচা আলুকে নেওয়া হবে না। পরিষ্কার ভাবমূর্তির যদি কেউ বিজেপিতে যোগ দিতে চান, তাহলে তাঁকে রাজ্য সভাপতি হিসেবে বিজেপিতে স্বাগত জানাবেন।

ভ্যালেন্টাইন্স ডের আগে তাপমাত্রায় বড় পরিবর্তন! একলাফে বাংলার জেলাগুলির আবহাওয়ার পূর্বাভাস

কলকাতা ঃ শুক্রবার তাপমাত্রা কিছুটা কমেছিল। তারপর শনিবার সকালে ফের তাপমাত্রা বৃদ্ধি। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস আপাতত ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাপমাত্রার ওঠানামা চলতে থাকবে। শুক্রবারের থেকে শনিবার ন্যূনতম তাপমাত্রা বেশ কিছুটা বেড়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস ২৪ ঘন্টা পরে তাপমাত্রা বেশ কিছুটা নামতে চলেছে।

আপাতত ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাপমাত্রার ওঠানামা চলতে থাকবে। তবে তারপরেএ এবারের মতো শীত বিদায়, মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা।

এদিন সকালে দেওয়া আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আগামী ৪৮ ঘন্টা অর্থাৎ ১৩ ফেব্রুয়ারি সোমবার সকালের মধ্যে দার্জিলিং, এবং কালিম্পংএর কোনও কোনও জায়গায় হাল্কা বৃষ্টি হতে পারে। বাকি সব জেলার আবহাওয়া শুকনো থাকবে। দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে আগামী ২৪ ঘন্টায় ঘন কুয়াশা থাকতে পারে। আগামী ২৪ ঘন্টায় রাতের তাপমাত্রার সেরকম কোনও পরিবর্তন হবে না। পরের তিন দিন হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গে তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্রাস পেতে পারে বলে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে।

এদিন সকালে দেওয়া আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আগামী ৪৮ ঘন্টা অর্থাৎ ১৩ ফেব্রুয়ারি সোমবার সকালের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের সবকটি জেলার আবহাওয়া শুকনো থাকবে। আগামী ২৪ ঘন্টায় গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে রাতের তাপমাত্রার সেরকম কোনও পরিবর্তন হবে না। তবে তারপরের তিন দিনে তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্রাস পেতে পারে বলে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে। এছাড়াও আগামী ২৪ ঘন্টায় উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, পূর্ব মেগিনীপুর জেলার কোনও কোনও জায়গায় হাল্কা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকতে পারে।

এদিন সকালে দেওয়া আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আবহাওয়া থাকবে গত কয়েকদিনের মতোই, আকাশ পরিষ্কার থাকবে। তবে সকালের দিকে কুয়াশা থাকাবে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩০ ও ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি। শুক্রবার যা ছিল ১৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিন আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ ৯৪ শতাংশ।

উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা(ডিগ্রি সেলসিয়াস)

আসানসোল ১২.৯
বহরমপুর ১৪.৪
বাঁকুড়া ১৫.২
বর্ধমান ১৬
কোচবিহার ১৩.৬
দার্জিলিং ৪.৫
কালিম্পং ১০.৫
দিঘা ২১.৬
কলকাতা ১৯.২
দমদম ১৮.১
কৃষ্ণনগর ১৬
মালদহ ১৬.৮
মেদিনীপুর ২১.১
শিলিগুড়ি ১৬.৭

উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা(ডিগ্রি সেলসিয়াস)

শ্রীনিকেতন ১৩
সুন্দরবন ২০
আসানসোল (৩০.৬)
বহরমপুর (২৮)
বাঁকুড়া (৩১.৮)
বর্ধমান (৩১)
কোচবিহার (২৫.৮)
দার্জিলিং (৮.৬)
কালিম্পং (১৪.৫)
দিঘা (২৯.৬)
কলকাতা (২৯.২)
দমদম (৩০)
কৃষ্ণনগর (২৯.৮)
মালদহ (২৬.৮)
মেদিনীপুর (৩২)
শিলিগুড়ি (২৬.৬)
শ্রীনিকেতন (২৮.৪)
সুন্দরবন (২৮.৫)

গাছের কাণ্ডে বাবা লোকনাথের মুখের অবয়ব, শুরু পুজোর প্রস্তুতি!

কলকাতা ঃ মানুষকে বোঝাতে পথে নামল বিজ্ঞান মঞ্চ গাছের কাণ্ডে ফুটে উঠেছে বাবা লোকনাথের মুখের ছবি। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াতেই, মানুষের মন থেকে ভ্রান্ত ধারণা দুর করতে ছুটে যায় বিজ্ঞান মঞ্চ। বৈজ্ঞানিক ব্যাখা তুলে ধরা হয় স্থানীয়দের কাছে। গাছের কাণ্ডে ফুটে উঠেছে বাবা লোকনাথের মুখের ছবি। এমন খবর চাউর হতেই দলে দলে লোকের ভিড়। গাছটিকে দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। অনেকে আবার বাবা লোকনাথের উদ্দেশে প্রণাম করছেন। ওই গাছটিকে ঘিরে পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। গাছের কাণ্ডে লোকনাথ ব্রহ্মচারী! রণে বনে জলে জঙ্গলে, যেখানেই বিপদে পড়বে, আমাকে স্মরণ করবে। বলেছিলেন বাবা লোকনাথ। একটি গাছের কাণ্ডে তাঁরই মুখে অবয়ব, সেই গাছকে ঘিরে পুজোর প্রস্তুতি ঘিরে তাঁর অনুগামীরা সেই কথাটাই বারে বারে বলছিলেন। ঘটনাটি জলপাইগুড়ি জেলার আমবাড়ির। বাড়িতে জমছে ভিড় জানা গিয়েছে, রাজগঞ্জের মহামায়া কলোনির বাসিন্দা অরুণ চক্রবর্তীর বাড়িতে বাবা লোকনাথের স্থায়ী মন্দির রয়েছে। সেখানে হঠাৎই চোখে পড়ে একটি গাছে বাবা লোকনাথের মুখের অবয়ব ফুটে উঠছে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশেপাশের বহু মানুষ সেটি দেখতে ভিড় জমান। প্রতিবেশীরাও এই দৃশ্যে হতবাক। তাঁদের দাবি, এই দৃশ্য গে তারা কখনও দেখেননি। এই বাড়িতে বাবা লোকনাথের স্থায়ী মন্দির থাকায় অনেকেই মনে করতে থাকেন, স্বয়ং বাবা লোকনাথ গাছের মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে কোনও বার্তা দিতে চাইছেন। গাছকে ঘিরে মন্দির তৈরির পরিকল্পনা বাড়িতে একটি মন্দির রয়েছে। তবে এই ঘটনায় ওই গাছটিকে ঘিরে মন্দির করার পরিকল্পনা শুরু হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে বিজ্ঞান মঞ্চ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যরা। তারা সব কিছু ভাল করে খতিয়ে দেখেন। বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্য, শংকর কর জানান, এগুলি কোনও অলৌকিক ঘটনা নয়। প্রাকৃতিক নিয়মে অনেক কিছু ঘটে থাকে। কী করে এমন দৃশ্য গাছে এল তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও মানুষদের কাছে তুলে ধরেন তিনি। তিনি বলেন, গাছের চামরা ফেটে গিয়েছে। ওপরের দিক থেকে ডাল কাটার সময় বাকল ছিড়ে যায়। মানুষ মধ্যে কুসংস্কার থেকে এই পরিস্থিতি বলে জানান শংকর কর। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনে সেখানকার সাধারণ মানুষ খানিক আস্বস্ত হন।

আলস্কার আকাশে ফের রহস্যময় বস্তু! মুহূর্তে ধ্বংস করতে ছুটল মার্কিন যুদ্ধবিমান F-22

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ বেলুন রহস্যের মধ্যেই আলাস্কার আকাশে অজানা এক বস্তুকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়। শুধু তাই নয়, সেই বস্তুকে দেখা মাত্র ছুটে যায় একাধিক যুদ্ধবিমান। এবং সেটিকে মুহূর্তে ধ্বংস করা হয় বলে জানা যাচ্ছে। গত ছয়দিন আগেই মার্কিন যুদ্ধবিমান চিনের গুপ্তচর বেলুনকে গুলি করে নামায়। যা নিয়ে চিন এবং আমেরিকার মধ্যে নয়া উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

এই ঘটনায় দুই দেশের সম্পর্কে প্রভাব পড়বে বলে ইতিমধ্যে হুঁশিয়ারি দিয়েছে চিন। আর এই বিতর্কের মধ্যেই ফের এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা।

হোয়াইট হাউস জানাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত অজানা বস্তুটি আসলে কি তা স্পষ্ট হয়নি। এমনকি বস্তুটির উদ্দেশ্যে কি ছিলও তাও জানা জায়নি বলে জানানো হয়েছে। তবে সেটি ৪০,০০০ ফুট উপর দিয়ে উড়ছিল বলে জানাচ্ছে হোয়াইট হাউস। শুধু তাই নয়, জনজাতির বিপদজনক হতে পারে সেই আশঙ্কা থেকেই বস্তুটিকে মুহূর্তে গুলি করা হয় বলে জানানো হয়েছে। হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কিরবি জানিয়েছেন, মিস্টার প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ জো বিডেন গুলি করার নির্দেশ দেয়। অন্যদিকে স্যুট ডাউন সফল হয়েছে বলেও জানিয়েছেন বাইডেন।

AIM-9X মিসাইল ছুঁড়ে তা ধ্বংস করা হয়

জন কিরবি, অজানা বস্তুটি খুবই ছোট ছিল। চিনের গুপ্তচর বেলুনের থেকে অনেক ছোট। অজানা বস্তুটিকে ছোট গাড়ির সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। তবে কেন সেটি উড়ছিল এবং এর মালিক কে কিছুই এখনও স্পষ্ট নয় বলে বলে সে দেশের সাংবাদিকদের জানিয়েছেন কিরবি। অন্যদিকে পেন্টাগন জানাচ্ছে, একটি এফ২২ যুদ্ধবিমান রহস্যময় বস্তুটিকে ধ্বংস করতে ছুটে যায়। এবং AIM-9X মিসাইল ছুঁড়ে তা ধ্বংস করে। বলে রাখা প্রয়োজন, এই মিসাইলের সাহায্যেই চিনা গুপ্তচর বেলুনকে ধ্বংস করা হয়।

বলে রাখা প্রয়োজন, গত কয়েকদিন আগেই চিনা গুপ্তচর বেলুন গোটা আমেরিকাকে চিন্তায় ফেলে দেয়। একবার নয়, একাধিকবার সে দেশের আকাশে ওই বেলুন দেখা যায়। আর এরপরেই সেটিকে গুলি করে নামায় মার্কিন বাহিনী। যদিও চিনের দাবি ছিল, সেটি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী একটি বেলুন। আর সঙ্গে গুপ্তচরের কোনও যোগ নেই। যদিও তা মানতে নারাজ বাইডেন প্রশাসন। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে এই বিষয়ে ভারত সহ একাধিক দেশকে আমেরিকা এই বিষয়ে তথ্য দিয়েছে। পাশাপাশি বেলুনের সাহায্যে যে চিন নজর রাখছে তাও জানিয়ে সাবধান করেছে। আর এর মধ্যেই ফের অজানা বস্তুর দেখা মিলল। তবে এবার আলস্কার আকাশে। যা ঘিরে নয়া চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে

জানেন কোন ঘাটে এসে ভিড়েছিল বেহুলা লখিন্দরের ভেলা? কলকাতার কাছেই রয়েছে প্রাচীন বাংলার কাশী

কলকাতা ঃ মনসা মঙ্গলের কাহিনী সকলের জানা। আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু জানেন কি লক্ষ্মীন্দরকে নিয়ে বেহুলার ভেলা কোন ঘাটে এসে ভিঁড়েছিল। সেই ঘাট রয়েছে কলকাতার কাছেই। অনেকেই জানেন না সেখানকার কথা। একদিনের মধ্যেই বেড়িয়ে আসা যায় সেখান থেকে। সেখানে যমুনা আর সরস্বতী নদী এসে মিশেছে। সাপের দংশনের পর স্বামী লক্ষ্মীন্দরকে নিয়ে কলার ভ্যালায় ভেসেছিলেন বেহুলা। চাঁদ সদাগরের মত ধনীর পুত্রবধূ ছিলেন তিনি। সেই বেহুলার ভেলা ভিঁড়েছিল কলকাতার কাছেই এই ত্রিবেনী সঙ্গমে। যেখানে এক হয়ে গিয়েছে যমুনা এবং সরস্বতী নদী। এই ত্রিবেণীর ঘাটেই নাকি ছিল নেতাই ধোপানির ঘর। আগে বলা হত গঙ্গাযমুনাসরস্বতীর মিলন স্থল বলা হত এই ত্রিবেনীকে। সোজা নাকি এলাহাবাদ থেকে প্রবাহিত হয়ে আসত এই নদী। মনসা মঙ্গল কাব্যে বলা হয়ে থাকে এই ত্রিবেনীর ঘাটেই নেতাই ধোপানির সঙ্গে দেখা হয়েছিল বেহুলার। নেতাই ধোপানি নাকি আশ্চর্য শ্রমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি নাকি ভেলায় ভাসতে ভাসতে দেখেছিলেন ধোপানি তার শিশুর দুরন্তপনায় অতিষ্ট হয়ে তাকে মেরে ফেলে। তারপর কাপড় কেচে বাড়ি ফের যাওয়ার সময় আবার সেই শিশুটিকে বাঁচিয়ে নিয়ে ফিরে যায়। তিনিই পরামর্শ দিয়েছিলেন স্বর্গে গিয়ে তাঁর স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়ে আনতে। এখনও ত্রিবেনী ঘাটে গেলে দেখা যাবে নেতাই ধোপানির ঘর। গাটের পাশে একটা ছোট্ট ঘরে রাখা থাকে একটি পাথর। সেই পাথরেই নাকি নেতাই ধোপানি কাপড় কাচতেন। এখানকার বাসিন্দারা এখনও সেই পাথরটিকে পুজো করেন। পর্যটকরা গেলেই দেখতে পাবেন নেতাই ধোপানির সেই ঘাট। এবং নেতাই ধোপানির কাপড় কাচার সেই পাথর। ত্রিবেনীকে প্রাচীন বাংলার কাশীও বলা হয়ে থাকে। কারণ এখানেই সাধর রাম প্রসাদ গান বাঁধতেন। তিন নদীর সঙ্গমস্থল ছিল এই ত্রিবেনী। এই ত্রিবেনীর ঘাটে স্নান করলে নাকি সাধকের মুক্তি প্রাপ্তি হয়।

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক মিডিয়া মিয়ানমারের বিরোধী সরকারের পরিচয় নিয়ে মুশকিলে পড়েছে

মিয়ানমারের বিরোধী জাতীয় ঐক্য সরকার সম্প্রতি যুক্তি তুলে ধরেছে যে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা তাদের ভুলভাবে দেখানো হয়েছে। এনইউজি প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের মুখপাত্র কিয়াও জাও বুধবার এক বিবৃতিতে ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, এনইউজি কোনো নির্বাসিত সরকার নয় কারণ ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট , প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য সহ বেশিরভাগ সিনিয়র নেতারা এখনও মিয়ানমারে থাকেন এবং কাজ করেন। দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট, দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস, বিবিসি এবং আল জাজিরা সহ আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলি এনইউজিকে নির্বাসিত সরকার, ছায়া সরকার এবং নির্বাসিত সমান্তরাল সরকার হিসাবে উল্লেখ করেছে।

একটি অ্যাডভোকেসি গ্রুপ, মিয়ানমারের জন্য বিশেষ উপদেষ্টা পরিষদ, এনইউজি এর অবস্থানকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে যে এটি নির্বাসিত নয়। গ্রুপের সহপ্রতিষ্ঠাতা, ক্রিস সিডোটি, ফেব্রুয়ারির শুরুতে টুইটারে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে বলেন, আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে এনইউজি নির্বাসিত নয়। এনইউজির অধিকাংশই মিয়ানমারে অবস্থান করছেন। এটি কারো ছায়ায় নয়। ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি পার্টির কথা উল্লেখ করে, যেটি দুই বছর আগে একটি অভ্যুত্থানে সরকারকে উৎখাত করেছিল, তিনি আরো বলেন, আমরা এনএলডি নেতৃত্বের সাথে সম্মিলিতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে সর্বদা অনলাইনে কাজ করে চলেছি। তিনি বলেন,এটি একটি সক্রিয় সরকার যারা আমাদের পরামর্শকে স্বাগত জানাতে এবং তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত এবং আমরা দেখতে পাই যে এনইউজি ইতোমধ্যেই একটি সরকারের মতো কাজ করছে যেগুলি এটি নিয়ন্ত্রণ করে এবং যে অঞ্চলগুলি তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে জাতিগোষ্ঠীগত সংগঠনগুলির সাথে সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করছে। এদিকে ডেভিড ম্যাথিসন, যিনি একজন দক্ষিণপূর্ব এশিয়া বিশ্লেষক, তিনি মঙ্গলবার ভয়েস অফ আমেরিকাকে একটি ইমেইলে বলেছেন যে এনইউজি নির্বাসিত নয় এমন দাবি করা হাস্যকর। স্পষ্টতই, নিরাপত্তার কারণে, এনইউজি মন্ত্রীরা দেশের অভ্যন্তরে কোথাও সমান্তরাল শাসনের কিছু সমাবেশে থাকতে পারেন না। তিনি আরো বলেন,মিয়ানমারের অভ্যন্তরে এবং বাইরের অনেক লোক, মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর বিরোধী একটি সর্বোচ্চ রাজনৈতিক সংস্থা হওয়ার এনইউজিএর দাবিগুলিতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। বিশেষ করে যখন এনইউজি ভুল করে বা সাফল্য দাবি করে যা তার নিজস্ব নয়। ম্যাথিসন বলেন যে ছায়া সরকার শব্দটি প্রায়শই একটি বিরোধী সরকারকে চিত্রিত করতে ব্যবহৃত হয় যা বর্তমানে ক্ষমতায় নেই এবং সাধারণ নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে পরিভাষা সম্পর্কে মূল্যবান হওয়ার পরিবর্তে, আন্তর্জাতিক মিডিয়া এবং মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলির রাজনৈতিক সত্তাগুলিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে সতর্ক হওয়া উচিত।

ধারাবাহিক ফ্লপ সিনেমা করেও অমিতাভ বচ্চনের মেগাস্টার হয়ে ওঠার কাহিনী

কাহিনীটা অমিতাভ বচ্চনকে নিয়ে। কিন্তু এমনটা হতেই পারত যে তাকে আজ 'ইনকিলাব বচ্চন' বলে মানুষ চিনত। কারণ তার নাম যে দেওয়াই হয়েছিল ইনকিলাব। অবশ্য সেটা তার বাবা মায়ের দেওয়া নাম নয়, এক পারিবারিক বন্ধু পণ্ডিত অমরনাথ ঝা রেখেছিলেন সেই নাম।

ভারতে তখন এক অর্থে ইনকিলাব বা বিপ্লবই চলছিল। ভারত ছাড় আন্দোলনের কারণে ১৯৪২ এর সেই বছরটা গোটা দেশ তখন উত্তাল। সে বছরের ১১ অক্টোবর এলাহাবাদে হিন্দি ভাষার জনপ্রিয় কবি হরিভনশ রাই বচ্চন আর তেজি বচ্চনের কোল আলো করে একটি পুত্র সন্তান এল। সেদিনই তার অমিতাভ নামটাও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। অমিতাভ বচ্চনের ওপরে সম্প্রতি প্রকাশিত বই 'অমিতাভ বচ্চন দা ফরএভার স্টার'-এর লেখক প্রদীপ চন্দ্রা বলছিলেন, যেদিন অমিতাভ বচ্চনের জন্ম হল, সেদিনই তাদের বাড়িতে থাকতে এসেছিলেন হিন্দি ভাষার প্রখ্যাত কবি সুমিত্রানন্দন পন্থ। তিনি অন্য কারও বাড়িতে উঠেছিলেন। অমিতাভের বাবা হরিভনশ রাই বচ্চন দেখা করতে গিয়েছিলেন তার সঙ্গে। তিনি মি. পন্থকে বলেন যে 'এখানে আছেন কেন, আপনি আমাদের বাড়িতে চলুন।'

রেহান ফজল
প্রাবন্ধিক

মি.পন্থ রাজি হয়ে গেলেন বচ্চন পরিবারের সঙ্গে থাকতে। সেদিনই শিশু সন্তান এসেছে বাড়িতে। সদ্যোজাত শিশুটিকে দেখার পরেই সুমিত্রানন্দন পন্থ তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এর নাম তো অমিতাভ হওয়া উচিত।' আর পণ্ডিত অমরনাথ ঝা শিশুটির নাম রেখেছিলেন ইনকিলাব। কিন্তু সেই নাম বেশি দিন থাকে নি। বচ্চন পরিবার অমিতাভ নামটাকেই বেছে নিয়েছিলেন, বিবিসিকে বলছিলেন প্রদীপ চন্দ্রা। যদি কবি সুমিত্রানন্দন সেদিন এলাহাবাদে না যেতেন, বা যদি বচ্চন পরিবারের সদ্যোজাত শিশুটিকে না দেখতেন, তাহলে হয়ত অমিতাভ বচ্চন নয়, ইনকিলাব বচ্চনকে চিনত সবাই। অথবা সেটা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ওই নামটা পছন্দ না হলে অন্য কোনও নামও হতে পারত মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের। নাম বদল করার ঘটনা তো মুম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বহু রয়েইছে।

নৈনিতালের শেরউড স্কুলে পড়াশোনার পরে অমিতাভ দিল্লি চলে আসেন, ভর্তি হন কিরোরিমল কলেজে। সেখানেই নাটক করার প্রচুর সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। কলেজের ড্রামা সোসাইটির প্রধান ফ্র্যাঙ্ক ঠাকুরদাস অমিতাভ বচ্চনের সেই গুরুগম্ভীর গলার স্বরে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন।

একদিনের ঘটনা, সেই সময়ের নামকরা থিয়েটার অভিনেতা প্রতাপ শর্মার ভাইকে একটা নাটকের প্রধান চরিত্রের জন্য বাছা হয়েছিল। কোনও একটা ব্যক্তিগত কাজের জন্য শেষ মুহূর্তে তিনি নাটকে অভিনয় করতে অপারগ বলে জানান।

ফ্র্যাঙ্ক ঠাকুরদাসের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। প্রধান চরিত্রটা তাহলে কাকে দিয়ে করাবেন? অমিতাভ বচ্চন এগিয়ে গিয়েছিলেন ওই চরিত্রে অভিনয় করার জন্য। রাজী হয়ে গেলেন ঠাকুরদাস। আর সুযোগটা কাজে লাগিয়ে অমিতাভ বচ্চন অসাধারণ অভিনয় করলেন।

পরে, মিরান্ডা হাউস কলেজের একটা নাটক 'রেপ অফ দা বেল্ট'এও অভিনয় করেন। ওই নাটকের পরে তোলা একটি ছবি অমিতাভ বচ্চন ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন ২০১৩ সালে।

মিরান্ডা হাউজ মেয়েদের কলেজ। সেখানে 'রেপ অফ দা বেল্ট' নাটকটা বার্ষিক অনুষ্ঠানে করার কথা। কিন্তু ছেলেও লাগবে নাটকে, তাই অন্যান্য কলেজ থেকে তিনজন পড়ুয়াকে ওই নাটকে অভিনয়ের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল।

সেই সময়ে মিরান্ডা হাউসের ছাত্রী ছিলেন মুম্বাইয়ের নাট্যজগতের প্রথিতযশা অভিনেত্রী ডলি ঠাকোর।

তিনি স্মৃতিচারণে বলছেন, সেই সময়ে অমিতাভ বচ্চন চুপচাপ এক কোনে বসে থাকতেন। খুব লাজুক ছিলেন। তার ছোটভাই অজিতাভ দেখতে ওর থেকেও সুন্দর ছিল।

বি এ পাশ করার পরে অমিতাভ বচ্চন কলকাতায় বার্ডস এন্ড কোম্পানিতে চাকরী নেন। সেটা ছিল গত শতাব্দীর ষাটের দশক। বার্ডস কোম্পানির কয়লা খনি, চটকল, কাগজ কল সহ বিভিন্ন ব্যবসা ছিল। কলকাতার ডালহৌসি এলাকায় মহাকরণের কাছেই ছিল ওই কোম্পানির সদর দপ্তর।

১৯৭৪ সালে ওই কোম্পানি সরকার অধিগ্রহণ করে নেয়। তাদের হাতে রয়ে যায় শুধু চটকলের ব্যবসা। ২০১১ সালে অমিতাভ বচ্চন টুইট করেছিলেন পুরানো সেই দিনের কথা মনে করে।

কলকাতা.. তখনকার ক্যালকাটা... প্রথম চাকরী বার্ড এন্ড কোংএ.. বেতন ৫০০ টাকা প্রতিমাসে, কেটে কুটে ৪৬০ টাকা।

দুবছর পরে আরেকটা সংস্থা ব্ল্যাকার এন্ড কোম্পানিতে যোগ দেন তিনি। সেখানে তার বেতন তো বেড়েছিলই, সঙ্গে অফিস যাতায়াতের জন্য একটা মরিস মাইনর গাড়িও দেওয়া হয়েছিল।

অভিনয়ের প্রতি অমিতাভ বচ্চনের টান দেখে ছোট ভাই অজিতাভ বচ্চন তার একটা ছবি পাঠিয়ে দেন 'ফিল্ম ফেয়ার মাধুরী ট্যালেন্ট কন্টেস্টে'।

প্রদীপ চন্দ্রার কথায়, অমিতাভ বচ্চন যখন ওই প্রতিযোগিতায় ছবি পাঠিয়েছিলেন, তখন তো তিনি আর অমিতাভ বচ্চন ছিলেন না। ও ধরণের প্রতিযোগিতায় যেরকম কয়েক হাজার আবেদন জমা পড়ে, তিনিও সেরকমই আবেদন করেছিলেন। এটা তার সৌভাগ্য বলুন বা দুর্ভাগ্য, তিনি ওই প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হন নি। তবে এটা বোধহয় তার জন্য ভালই হয়েছিল।

ফিল্মের জগতে অমিতাভ বচ্চনের প্রবেশ ঘটেছিল নার্গিস ও সুনীল দাতের সঙ্গে তেজি বচ্চনের বন্ধুত্বের মাধ্যমে।

কিন্তু তার আগে ১৯৬৮ সালে প্রখ্যাত ফিল্ম পরিচালক শ্রাভন কুমার টাকের সঙ্গে তেজি বচ্চনের দেখা হয়েছিল দিল্লিতে। মিসেস বচ্চন তাকে বলেছিলেন যে তার ছেলে ফিল্মে কাজ করতে আগ্রহী। মি. টাক সেই সময়ে মির্জা গালিবের ওপরে একটা ছবি করার পরিকল্পনা করছিলেন। তিনি অমিতাভ বচ্চনকে মির্জা গালিবের চরিত্রটা দেওয়ার কথা ভেবে ফেলেছিলেন। কিন্তু তার ঘনিষ্ঠরা তাকে বোঝান যে গালিবের চরিত্রে অমিতাভ বচ্চন মানানসই হবেন না, কারণ তিনি ভীষণ লম্বা, আর গালিব বেশ বেঁটেই ছিলেন।

এরপরে সুনীল দাতের সুপারিশে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা বি আর চোপরা অমিতাভ বচ্চনের স্ক্রিন টেস্ট নিতে রাজী হলেন। কিন্তু তারপরে মি. চোপরার কাছ থেকে আর কোনও সাড়া পান নি তিনি।

প্রদীপ চন্দ্রার কথায়, অমিতাভ বচ্চন সব জায়গা থেকেই রিজেক্টেড হয়ে যাচ্ছিলেন। আকাশবাণী তাকে পছন্দ করে নি আগে। তারপরে তিনি মুম্বাই গেলেন। সুনীল দাতের সঙ্গে বি আর চোপড়ার ভাল সম্পর্ক ছিল। মি. দাত বি আর চোপড়ার ছবিতে নিয়মিত কাজ করতেন। মি. দাত সুপারিশ করেছিলেন অমিতাভ বচ্চনের জন্য। তিনি গিয়েছিলেন মি. চোপড়ার সঙ্গে দেখা করতে।

মি. চোপরা দেখা করলেন ঠিকই, কিন্তু বিশেষ কোনও ইন্টারেস্ট দেখান নি মি. বচ্চনের ব্যাপারে। তবে একটা কাজ তিনি করেছিলেন। তার এক বন্ধুকে বলেছিলেন এই ছেলেটির স্ক্রিন টেস্ট নিয়ে নাও। সেই বন্ধুটি ছিলেন ফিল্ম প্রোডিউসার তারাচাঁদ বরজাতিয়া, জানাচ্ছিলেন প্রদীপ চন্দ্রা।

তার কথায়, তিনি তো অমিতাভ বচ্চনকে দেখেই বাতিল করে দিলেন। বললেন, আরে আপনাকে তো কবি কবি দেখতে। মি. বচ্চন তো কুর্তা পাজামা পরতেন। তা দেখে মি. বরজাতিয়া বললেন, আপনি এইসব ফিল্মের জগতে কেন আসছেন, কবিতা লিখুন বাবার মতো। এরকম আরও অনেকেই বাতিল করেছেন অমিতাভ বচ্চনকে।

তাকে প্রথম ফিল্মে নেন নামকরা পরিচালক খ্বাজা আহমেদ আব্বাস। পরিচালক টিনু আনন্দের বন্ধু নীনা সিং মি. আনন্দকে অনুরোধ করেছিলেন যে অমিতাভ বচ্চনের কিছু ছবি যেন তিনি মি. আব্বাসকে দেখান। আব্বাস সাহেব বললেন, ডাকো একে। তো দুই ভাই অমিতাভ আর অজিতাভ কলকাতা থেকে মুম্বাই গেলেন দেখা করতে। প্রথমে তারা টিনু আনন্দের সঙ্গে দেখা করেন। মি. বচ্চন আমাকে নিজের মুখে যেটা বলেছেন, সেখানে গিয়ে তিনি বলেন যে বাথরুমে যেতে পারি একটু? ভেতর থেকে মুখ ধুয়ে বেরিয়ে আসার পরে টিনু আনন্দ তাকে আব্বাস সাহেবের কাছে নিয়ে যান। তার পছন্দ হয়ে গেল। অমিতাভ বেরিয়ে যাওয়ার পরে আব্বাস সাহেব বলেন একে বলে দাও যে ছবিতে নেব, কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারব। কিন্তু এটা বলতে পারব না যে ছবিটা তৈরি হতে পাঁচ মাস লাগবে না একবছর!, বলছিলেন প্রদীপ চন্দ্রা।

মি. আব্বাস আর অমিতাভ বচ্চনের সেই সাক্ষাতকারের কথা বিবিসিকে শুনিয়েছিলেন মি. আব্বাসের ভাতিজি সৈয়দা সৈয়াদেন হামীদ।

লম্বা একটা ছেলে এসেছিল। আব্বাস সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন তোমার নাম কি? সে জবাব দিয়েছিল যে তার নাম অমিতাভ। আব্বাস সাহেব জানতে চেয়েছিলেন পুরো নাম কি? ও বলেছিল পদবীটা। সেটা শুনেই আব্বাস সাহেব বলেছিলেন তুমি আমার বন্ধু হরিভনশ রাই বচ্চনের ছেলে না কি? তার জবাব ছিল, হ্যাঁ। তিনি তখন জানতে চান যে বাবার মত নিয়ে এসেছ তো? সে জানিয়েছিল, হ্যাঁ বাবা মা জানেন আমার এখানে আসার কথা। তিনি মানতে চান নি, বলেছিলেন, আমি তাকে চিঠি লিখব। হরিভনশ রাই বচ্চনকে চিঠি লিখলেন আব্বাস সাহেব যে আপনি অনুমতি দিলে তবেই আপনার ছেলেকে ছবিতে নেব। হরিভনশজি টেলিগ্রাম করে জবাব দিয়েছিলেন যে আপনার সঙ্গে যদি ফিল্মে কাজ করে তাহলে আমার আপত্তি নেই, বিবিসিকে জানিয়েছিলেন মিজ হামীদ। তার কথায়, অমিতাভকে আব্বাস সাহেব জানতে চেয়েছিলেন তুমি কী কাজ করো? তার জবাব ছিল পনেরো শো টাকা মাসিক বেতনে কলকাতায় একটা চাকরী করত। আব্বাস সাহেব 'করত' শব্দটা শুনে অবাক হয়ে বলেছিলেন করতে মানে এখন আর চাকরী করো না? অমিতাভ বলেছিল যে সে চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে। সেটা শুনে তিনি বলেছিলেন আরে তুমি চাকরী ছেড়ে চলে এসেছ, কিন্তু আমি তো তোমাকে পুরো সিনেমাটার জন্য পাঁচ হাজারের বেশি দিতে পারব না। আমার কাছে এর থেকে বেশি নেই।

অমিতাভ বলেছিল মাম্মুজান, আপনি যা দেবেন তাতেই রাজী, বিবিসিকে জানিয়েছিলেন সৈয়দা সৈয়াদেন হামীদ।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ এ অমিতাভ তার প্রথম ছবি 'সাত হিন্দুস্তানি'র জন্য চুক্তি সই করেন। প্রথম ছবির জন্যই অমিতাভ জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন।

খ্বাজা আহমেদ আব্বাস খুব কম বাজেটে ছবি করতেন, কিন্তু ছবি করার সময়ে খুশি হলে তার সহকর্মীদের মধ্যে কোনও একজনকে ৫০ টাকা দিয়ে বলতেন যাও মজা করো।

একবার অমিতাভ বচ্চনও সেরকম একটা ৫০ টাকা পেয়েছিলেন।

টাকা পেয়েই তিন বন্ধু - অমিতাভ বচ্চন, জালাল আগা আর আনোয়ার আলি একটা স্মরণীয় সন্ধ্যা কাটানোর প্ল্যান করলেন।

তিনজনে জমিয়ে মদ্যপান করলেন। পরের দিন আনোয়ার আলি বচ্চনকে পরামর্শ দিলেন 'যতদিন ইন্ডাস্ট্রিতে তোমার নাম না হচ্ছে, ততদিন মদ ছোঁবে না'। সেদিনই অমিতাভ বচ্চন মদ খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন। সারা জীবন তিনি এই প্রতিজ্ঞা পালন করে এসেছেন। তবে একবার মাত্র তিনি সামান্য মদ্যপান করেছিলেন, ছোটভাই অজিতাভের বিয়ের দিনে। 'সাত হিন্দুস্তানি'র পরে অমিতাভ বচ্চনের ভাগ্য তার সহায় হচ্ছিল না। পর পর দশটা ছবি বক্স অফিসে মার খেল।

১৯৭১ সালে তার ছবি 'পরওয়ানা' রিলিজ করল, যাতে নভিন নিশ্চল হিরো ছিলেন আর অমিতাভ বচ্চনের ছিল একটা খারাপ মানুষের চরিত্র।

এর মধ্যে সুনীল দাত তার ছবি 'রেশমা অউর শেরা'তে কাজের সুযোগ দিলেন তাকে। ঘটনাচক্রে ওই ছবিতে অমিতাভ বচ্চনের চরিত্রটা ছিল এক বোবা মানুষের।

ওই ছবিটা নিয়ে হরিভনশ রাই বচ্চন পরে নিজের স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন, ওই ছবিটাই অমিতাভের অভিনয় ক্ষমতার আসল পরীক্ষা ছিল। কোনও শব্দ উচ্চারণ না করে চরিত্রটা দর্শকদের কাছে ফুটিয়ে তুলতে হয়েছিল তাকে। একবার খ্বাজা আহমেদ আব্বাসের সঙ্গে অমিতাভ বচ্চন হৃষীকেশ মুখার্জীর বাড়িতে গিয়েছিলেন।

সেই সময়ে মি. মুখার্জী তার পরবর্তী ছবি 'আনন্দ'এর জন্য একজন অভিনেতা খুঁজছিলেন। অমিতাভ বচ্চনকে দেখেই তিনি বুঝলেন যে তিনি তার 'বাবুমশায়' খুঁজে পেয়েছেন। এর আগে ওই চরিত্রের জন্য তিনি উত্তমকুমারকে নেওয়ার কথা ভাবছিলেন। পরে, এক সাক্ষাতকারে হৃষীকেশ মুখার্জী বলেছিলেন, অমিতাভের গম্ভীর গলার আওয়াজ আর তার চাহনির জন্য আমি তাকে বেছেছিলাম। আমার বলতে কোনও দ্বিধা নেই যে ওই ছবিতে অমিতাভ রাজেশ খান্নার থেকেও ভাল অভিনয় করেছিল। অমিতাভ বচ্চনের গোড়ার দিকের ছবিগুলো না চললেও তার অভিনয় কিন্তু সবাইকে আকৃষ্ট করে ফেলেছিল। প্রদীপ চন্দ্রা বলছিলেন, অমিতাভ বচ্চনকে মানুষ তো ভালবেসে ফেলেছিল। তাদের ভালবাসা যদি না থাকত, তাহলে তো তিনি ১৩টা ছবিতে কাজ পেতেন না। তিনটে কি চারটে ছবির পরেই তাকে ফিরে যেতে হত। তাই এটা স্পষ্ট ১৩টা ছবিতে কাজ যখন পেয়েছিলেন, হতে পারে ছবিগুলো চলে নি, কিন্তু তার অর্থ মানুষ তার অভিনয় পছন্দ করছিলেন। তিনি শুধু একটা ভাল ব্রেক পাচ্ছিলেন না।

জাভেদ আখতার আমাকে বলেছিলেন প্রকাশ মেহেরা যখন 'জঞ্জির' বানাচ্ছেন, তখন ধর্মেন্দ্র, রাজকুমার আর দেবানন্দ কোনও না কোনও অজুহাত দেখিয়ে ছবিতে কাজ করতে চাইলেন না। অমিতাভের কথা জাভেদ আখতারের মনে আসে। তিনি অমিতাভের যে সব ছবি চলে নি, সেগুলো মন দিয়ে দেখলেন। তার মনে হল খুবই শক্তিশালী অভিনেতা, কিন্তু তার ছবিগুলো চলছে না কেন!, বলছিলেন মি. চন্দ্রা।

'জঞ্জির' - এর অন্যতম কাহিনীকার ছিলেন জাভেদ আখতার। আরেকজন হলেন সেলিম খান।

তার কথায়, কোনোভাবে ফোন নম্বর যোগাড় করে একদিন জাভেদ আখতার অমিতাভকে ফোন করেন। একটা ছবির গল্প শোনার জন্য অনুরোধ করেন অমিতাভকে। তার হাতে সম্ভবত সেরকম কাজ ছিল না তখন, বললেন, আজকেই চলে আসুন। গল্পটা শোনানোর আগে জাভেদ আখতার তাকে বলেন একটাই অনুরোধ এই ছবিটা করতে আপনি আপত্তি করবেন না। গল্পটা শোনার পরে তার খুব পছন্দ হয়ে যায়, কিন্তু আবার সন্দেহ দানা বাধে যে তিনি চরিত্রটা করতে পারবেন তো আদৌ? জাভেদ সাব কে জিজ্ঞাসাও করেছিলেন অমিতাভ যে তার কি সত্যিই মনে হয় যে তিনি চরিত্রটা ঠিক করে করতে পারবেন? জবাবে জাভেদ আখতার বলেছিলেন এই চরিত্রটা শুধু আপনিই করতে পারবেন । সেলিম খানকে জাভেদ আখতার জানালেন যে অমিতাভ রাজী হয়েছেন, প্রকাশ মেহেরার কাছে গেলেন দুজনে। পরের দিন প্রকাশ মেহেরাকে নিয়ে জাভেদ আখতার আর সেলিম খান গেলেন রূপতারা স্টুডিওতে। সেখানে অমিতাভ বচ্চন, জিতেন্দ্র আর হেমা মালিনী শুটিং করছিলেন। সেখানেই কথা পাকা হয়ে গেল আর চুক্তি সই হয়ে গেল, বলছিলেন প্রদীপ চন্দ্রা। ১৯৭৩ সালে রিলিজ হওয়া 'জঞ্জির' সুপার হিট হয়ে গেল।

ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কারে নয়টা আলাদা ক্যাটেগরিতে নমিনেশন পেল ছবিটা ।

মান্না দের গাওয়া, প্রাণ আর অমিতাভ বচ্চনের লিপে গান 'ইয়ারি হ্যায় ইমান মেরা ইয়ার মেরি জিন্দেগি' সেবছরের সবথেকে জনপ্রিয় গান হিসাবে পরিগণিত হল। এই ছবিটাই একজন অভিনেতাকে সুপারস্টার বানিয়ে দিল।

এখান থেকেই তার 'অ্যাংরি ইয়াং ম্যান' ভাবমূর্তির শুরু। সারা দেশে শুরু হল তাকে নিয়ে উন্মাদনা।

তবে অমিতাভ বচ্চন নিজে মনে করেন যে তার ওই 'অ্যাংরি ইয়াং ম্যান' ভাবমূর্তিটা শুরু হয়েছিল ১৯৭৩ এই রিলিজ হওয়া হৃষীকেশ মুখার্জীর ছবি 'নমকহারাম' থেকে।

হৃষীকেশ মুখার্জী বলতেন 'আনন্দ' ছবিটা করার সময়েই তিনি অমিতাভ বচ্চনের শক্তিশালী 'অন স্ক্রিন প্রেজেন্স' টা টের পেয়েছিলেন।

তার কথায়, আমি বুঝতে পারছিলাম গম্ভীর কণ্ঠস্বর আর চোখের চাহনি দিয়েই কোনও চরিত্রকে শক্তিশালী করে তোলার এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তার। সেইজন্যই আমি 'নমকহারাম' ছবিতে তার চরিত্রটাকে আমি 'অ্যাংরি ইয়াং ম্যান'-এর রূপ দিয়েছিলাম।

সেই 'অ্যাংরি ইয়াং ম্যান' এখন ৮০ পেরিয়েছেন।

সাময়িকী

কন্ট্রাকচুয়াল শিক্ষকদের চাকরি নিয়মিত করার সিদ্ধান্ত অসম সরকারের

একনাগারে দুই বছর গুণোৎসবে এ গ্রেড পাওয়া বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত

সব্যসাচী শর্মা
কলামিস্ট

রাজ্যের ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সুখবর। কন্ট্রাকচুয়াল এবং স্টেট পুল শিক্ষকদের চাকরি নিয়মিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অসম সরকার। একনাগারে দুই বছর অর্থাৎ ২০২২ এবং ২০২৩ সালের গুণোৎসবে এ গ্রেড পাওয়া বিদ্যালয় গুলোতে কর্মরত কন্ট্রাকচুয়াল শিক্ষকদের এই সিদ্ধান্তের আওতায় আনা হবে। একইভাবে রাজ্যের স্টেট পুল শিক্ষকদের চাকরি নিয়মিত করার ক্ষেত্রেও পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। সরকারের এই সিদ্ধান্ত সংক্রান্তে ইতিমধ্য সম্মতি দিয়েছেন অসমের রাজ্যপাল।

প্রসঙ্গত সারা রাজ্য জুড়ে প্রায় ৩০ হাজারেরও বেশি কন্ট্রাকচুয়াল এবং স্টেট পুল শিক্ষক রয়েছেন। ঠিকা ভিত্তিক চাকরিতে নিযোজিত শিক্ষকরা তাদের চাকরি নিয়মিত করার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে সরকারের সঙ্গে লড়াই করছেন। ইতিমধ্যে শিক্ষকদের তরফে আদালতে মামলা পর্যন্ত নথিভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষকদের আবেদনের ক্ষেত্রে সরকার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিল তাদের চাকরি নিয়মিত করা সম্ভব নয়। এরপরেও কিন্তু নিজেদের লড়াই অব্যাহত রেখেছেন কন্ট্রাকচুয়াল শিক্ষকরা। তবে দীর্ঘদিনের এই লড়াইয়ের পর অবশেষে একাংশ ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষক নিজেদের চাকরি নিয়মিত হওয়ার সুযোগ পাবেন।

কিন্তু সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় শুধুমাত্র একনাগারে দুই বছর গুণোৎসবে এ গ্রেড পাওয়া বিদ্যালয়ে কর্মরত কন্ট্রাকচুয়াল শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে অসম সরকার। তবে এক্ষেত্রে অন্যান্য কন্ট্রাকচুয়াল শিক্ষকরা শান্ত হয়ে বসে থাকবেন সেই আশাও করা যাচ্ছে না। যাদের চাকরি নিয়মিত করা হবে না তারা গুয়াহাটি হাইকোর্ট কিংবা সুপ্রিম কোর্টে যেতেও পিছপা হবেন না বলে জানা গেছে। একাংশ কন্ট্রাকচুয়াল শিক্ষকদের চাকরি নিয়মিত হবে অথচ এর বিপরীতে অন্যান্যদের হবে না সেটা শিক্ষক সমাজ মেনে নেবেন না বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে বিষয়টি ভবিষ্যতে অধিক জটিল রূপ ধারণ করবে বলে অনুমান করছে সচেতন মহল।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুসারে অসম সরকার ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষকদের চাকরি নিয়মিত করার পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০২২ সালের গুণোৎসবে এ গ্রেড পাওয়া বিদ্যালয় গুলোর তালিকা ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তবে ২০২৩ সালের তৃতীয় পর্যায়ের গুণোৎসব বর্তমান অব্যাহত থাকায় ঠিক কতজন কন্ট্রাকচুয়াল শিক্ষকের চাকরি নিয়মিত করা হবে সেটার সঠিক সংখ্যা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না বলে শিক্ষা বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে। ২০২৩ সালের গুণোৎসব শেষ হওয়ার পরেই এক্ষেত্রে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

জানা অজানা

যদি সকল ধর্মের মানুষ রামকৃষ্ণ দেবের কথা শুনতো তবে ধর্মের নামে এতো রক্তপাত হতো না

সুনীল কুমার দে

যদি সকল ধর্মের মানুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কথা শুনতো তাহলে এই পৃথিবীতে ধর্মের নামে এতো রক্তপাত হতো না।ধর্মের নামে এতো মারপিঠ,দাঙ্গা হাঙ্গা,হিংসা, হত্যা হতো না।আমরা কেউ কাউ কে সহ্য করতে পারি না।আমরা সবাই নিজের নিজের ধর্ম কে বড় বলে প্রচার করি ও অন্য ধর্ম কে ছোটো করে দেখাই ও ঘৃণা করি।আমরা চাই এই পৃথিবীতে কেবল আমাদের ধর্ম টাই টিকে থাক বাকি সব ধর্ম শেষ হয়ে যাক।এ জন্য আমরা করি জোর করে ধর্ম পরিবর্তন, ভেঙে ফেলি অন্য ধর্মের লোকেদের ধর্মস্থান,পুড়িয়ে ফেলি অন্য ধর্মের ধর্ম গ্রন্থ,খারাপ মন্তব্য করি দেবদেবী ও অবতার পুরুষদের।কিন্তু ধর্ম সম্মন্ধে কি বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ? তিনি বলেছেন, বিভিন্ন নদী বিভিন্ন পথে গিয়ে যেমন একই সাগরে মিলিত হয় তেমনি এই পৃথিবীতে সব ধর্মের মানুষ বিভিন্ন পথে ও মতে সাধনা করে একই ঈশ্বর কে লাভ করে।এক রাম তার হাজার নাম।ঈশ্বর এক নাম ও রূপ অনেক।কেউ তাকে ভগবান বলে,কেউ তাকে আল্লা কেউ আবার কেউ তাকে গড বলে।কেউ আবার তাকে শিব, হরি, কালী, কৃষ্ণ, রাম ও ব্রহ্ম বলে। যেমন একটি পুকুরে তিনটি ঘাট আছে।হিন্দুরা এক ঘাটে জল নিচ্ছে আর বলছে জল, মুসলমানেরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে তারা বলছে পানী আর খ্রিস্টানেরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে তারা বলছে ওয়াটার।একই জল কিন্তু বিভিন্ন লোক তাকে বিভিন্ন নামে ডাকছে।ভগবানের বেলায় ও ঠিক তাই।ঈশ্বর এক ও অভিন্ন।রামকৃষ্ণ দেব এ সব জীব কেবল মুখে কেউ শান্ত হন নি।তিনি সাধনা করে দিখিয়ে দিয়ে গেছেন।আজ পর্যন্ত মানুষ যে ধর্ম মতে ও যে ধর্ম পথে গিয়ে সাধনা করে ঈশ্বর কে লাভ করেছেও উপলব্ধি করেছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সব মত ও পথে গিয়ে সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করে বলেছেন, অনন্ত সাগরে যাওয়ার অনন্ত যে পথ।যত মত তত পথ।তিনি হিন্দুদের সাকার ও নিরাকারের সাধনা করেছেন,তন্ত্র মতে,বৈষ্ণব মতে ও শাক্ত মতে,রামাইত, গানপত্য মতে ও বেদান্ত মতে সাধনা করেছেন।তিনি ইসলাম সাধনা ও খ্রিস্টান সাধনা করেছেন।তিনি সাক্ষ্যাত মা কালী কে দর্শন করেছেন,তাকে নিজের হাতে খাইয়েছেন,তার সাথে কথা বলেছেন।সাধনার শেষে তার সহধর্মিনী মা সারাদামনি কে পুজোর আসনে বসিয়ে মাতৃজ্ঞানে পুজো করেছেন ও তাকে মা বলে ডেকেছেন।পৃথিবীর ইতিহাসে এই ঘটনা বিরল।তিনি কোন নুতন ধর্ম মত প্রচার করেন নি,কোনো ইজমের জন্ম দেন নি,নিজের ভাব জোর করে কারো উপর চাপান নি।তিনি হিন্দুর কাছে হিন্দু,মুসলমানের কাছে মুসলমান,খ্রিস্টানের কাছে খ্রিস্টান।আবার তিনি বৈষ্ণবের কাছে বৈষ্ণব,শাক্তের কাছে শাক্ত,শৈবের কাছে শৈব আবার নিরাকার বাদীদের কাছে নিরাকার বাদী।তিনি গৃহী ও সন্ন্যাসীর বিবাদ ভঞ্জন করেছেন,তিনি ভক্ত ও জ্ঞানীর বিবাদ ভঞ্জন করেছেন,তিনি ভক্তি,কর্ম,জ্ঞান ও যোগের বিবাদ ভঞ্জন করেছেন।তিনি ধর্মের সমন্বয় করেছেন,বর্ণ প্রথা ও জাতি ভেদ প্রথা দূর করেছেন,তিনি যত্র জীব তত্র জীব বলেছেন,তিনি মানুষের মধ্যে ঈশ্বর কে দেখার কথা বলেছেন,জীব সেবাই জীব সেবার কথা বলেছেন,ভগবান কে আপন জন বলে বলেছেন,নিজেকে পাপী ও দুর্বল না ভাবতে শিখিয়েছেন।সকল ধর্ম কে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শিখিয়েছেন।সকল মত ও পথ কে সত্য বলেছেন,ধর্ম ও ঈশ্বরের নামে ঝগড়া,ঝাটি,দলাদলি ও হিংসা ও ঘৃণা করতে বাধা দিয়েছেন।সত্যি আজ যদি সকল ধর্মের মানুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনতো,তার আদর্শ ও বাণী কে গ্রহণ করতো তাহলে এই পৃথিবীতে ধর্ম ও ঈশ্বরের নামে এতো রক্তপাত হতো না।এই মাটির পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হতো যেখানে শুধু প্রেম ভালোবাসা,শ্রদ্ধা ও সম্মান থাকতো।

পাঠকের চিঠি

ডিজিটাল শিক্ষার জন্য জোর দেওয়া হোক

করোনার দুটি ঢেউ অতিক্রম করেছেন দেশের নাগরিক । দুটি ঢেউ চলাকালীন বহু সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল পাশাপাশি স্কুল, কলেজ বন্ধ ছিল । দেশের নাগরিকদের টিকাকরণ নিয়মিত চলছে । করোনা পরিস্থিতি একটু শিথিল হয়েছিল যার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চলছিল । অফলাইনে তাদের টেস্ট পরীক্ষা হলো । শিশুদের টিকাকরণ শুরু হলো । প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার গুঞ্জন শুরু হলো । শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলেছিলো ঠিকই তবে স্কুলছুট পড়ুয়াদের স্কুলে ফেরানোর উদ্যোগ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে । কেউ কেউ স্কুলে ফিরছিলো । নতুন বছরের আগমন ঘটলো আর ভাইরাসে আক্রান্ত, আক্রমণের সংখ্যা বাড়তে থাকলো । তৃতীয় ঢেউ বলাই যায় । শীতকালীন তৃতীয় ঢেউ এলো ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো । তাই বলা যায়, ডিজিটাল শিক্ষায় জোর দেওয়া হোক । শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এভাবে বন্ধ থাকলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে পড়ুয়ারা তাই দুয়ারে ডিজিটাল শিক্ষায় জোর দেওয়া দরকার । প্রযোজনীয় ডিজিটাল মেটিরিয়াল পৌঁছে দিতে হবে পড়ুয়াদের কাছে । মোবাইল, হোয়াটসঅ্যাপ চালানোর শিক্ষা দিতে হবে শিক্ষার্থীদের । অনলাইন ক্লাস করতে ও অনলাইন পরীক্ষা দিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান করা জরুরি । প্রতিটি শিক্ষার্থী ডিজিটাল শিক্ষায় শিক্ষিত হোক । ডিজিটাল মাধ্যমে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে শিক্ষক সহ শিক্ষার্থীদের জন্য বিকল্প কিছু ভাবা হোক । এবিষয়ে গুরুতরভাবে আলোচনা জরুরি ।

মুন্সি দরুদ, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের 'চলো দিশপুর' গণ সমাবেশের দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে : ১২ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে ২৬ মার্চ দিন ধার্য্য

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি : উপজাতিদের অস্তিতে আসা হুমকির প্রতিরোধের দাবিতে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি গুয়াহাটি মহানগরে 'চলো দিশপুর' গণ সমাবেশের আযয়োজন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১২ ফেব্রুয়ারি পরিবর্তে আগামী ২৬ মার্চ গণ সমাবেশের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। মূলত রাজ্যের উপজাতিদের মূল ভাষা ধর্ম সংস্কৃতি এবং পরম্পরা গত রীতিনীতি গুলোকে সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত করার দাবি জানিয়ে জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ প্রতিবাদ কার্যসূচির আহ্বান জানিয়েছিল। তবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০ টা থেকে গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়া ময়দানে 'চলো দিশপুর' গণ সমাবেশের আযয়োজন করা বলে ঘোষণা করেছিল জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ। কিন্তু সেদিন চাহিদা অনুসারে বাহনের অভাব দেখা দেওয়ার ফলে অবশেষে এই অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ২৬ মার্চ গুয়াহাটি মহানগরের একই স্থানে 'চলো দিশপুর' গণ সমাবেশের আযয়োজন করা হবে বলে সংগঠনটির তরফে জানানো হয়েছে।

গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন বিধায়ক অখিল গগৈ, আপস বিহীনতার জন্যই সরকারের এই ষড়যন্ত্র মন্তব্য রাইজর দলের

গুয়াহাটি : কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির তৎকালীন নেতা এবং বর্তমান বিধায়ক অখিল গগৈর বিরুদ্ধে গুয়াহাটি হাইকোর্ট ফের এনআইএ এর মামলা চালানোর নির্দেশ দেওয়ার ফলে গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন তিনি। আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী হাজির হওয়ার সময় তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বিধায়ক অখিল গগৈ। কারাগারে নিক্ষেপ করে সরকারের বিরুদ্ধে সরব থাকা অখিল গগৈর মুখ বন্ধ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে বলে মন্তব্য করেছে রাইজর দল।

প্রসঙ্গত কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির তৎকালীন নেতা এবং বর্তমান বিধায়ক অখিল গগৈর বিরুদ্ধে ফের এনআইএ এর মামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছে গুয়াহাটি হাইকোর্ট। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র অখিল গগৈ একা নন। তার সহযোগী বিতু সোনোয়াল, ধৈর্য কোওর এবং মানষ কোওর এর বিরুদ্ধেও এনআইএ এর মামলা এর শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারি অখিল গগৈকে এনআইএ আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে গুয়াহাটি হাইকোর্ট। তবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বিতু সোনোয়াল, ধৈর্য কোওর এবং মানস কোওর ইতিমধ্যে অগ্রিম জামিন নিয়ে রেখেছেন। কিন্তু বিধায়ক অখিল গগৈ এখনও অগ্রিম জামিনের আবেদন করেননি।

মহানগরে এক সাংবাদিক বৈঠক আযয়োজন করে রাইজর দলের তথ্য এবং প্রচার সম্পাদক দেবাঙ্গ সৌরভ গগৈ এবং অতিরিক্ত তথ্য এবং প্রচার সম্পাদক প্রণব ডেকা বলেন সরকারের গভীর ষড়যন্ত্রের বলি হয়েছেন শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈ। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার শাসনে আসার পর থেকে বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে ইডি, সিবিআই, এনআইএ ব্যবহার করছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। দেশের বিভিন্ন বিরোধী দলগুলোর নেতাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। বিজেপি সরকার সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থাকে বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে বলেও রাইজর দল অভিযোগ উথাপন করেছে। ২০১৯ সালে রাজ্যে সৃষ্টি হওয়া কার বিরোধী আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অখিল গগৈকে পুলিশ। পরবর্তীকালে এই মামলা নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে এনআইএ। প্রায় দেড় বছর ধরে এই মামলা অব্যাহত ছিল। কারাগারে থেকে বিদায় হিসেবে নিবেদিত হয়েছিলেন অখিল গগৈ। বিভিন্ন সময় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা শাসক দলটির বিরুদ্ধে তীব্র মনোভাব নিয়ে জন সচেতনতা গড়ে তুলেছিলেন শিবসাগরের এই বিধায়ক। সবার বাইরে ভিতরে বহু কেলেঙ্কারি নিয়েও তথ্য প্রকাশ করেছেন তিনি।

শিবসাগর কেন্দ্রে বহু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া অখিল গগৈকে উদ্দেশ্যে প্রণোদিতভাবে ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রেপ্তার করার ষড়যন্ত্র রচনা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে রাইজর দল।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে বঙ্গবন্ধু

পায়েল সামন্ত

কলকাতা : বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের পাঠ নেবেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার্থীরা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে যুক্ত করা হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবনা ও মতাদর্শ।

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নানা ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন। সেই বর্ণাঢ্য সফর বাঙালি জাতির ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। বদলাতে থাকা আন্দোলনের গতিপথ, মতাদর্শগত সংগ্রাম তাতে অন্য মাত্রা জুড়েছে। তারই পাঠ নেবেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের যাত্রা শুরু হয়েছে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আগে ১৯৫৬ সালে। এই বিভাগে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে পঠনপাঠন চালু রয়েছে। এবার তাতে বিশেষভাবে জুড়ছে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন অর্থাৎ মুজিবুর রহমানের মতবাদ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান ইমনকল্যাণ লাহিড়ী বলেন, ''বঙ্গবন্ধুকে শুধু বাংলার গণ্ডীতে আটকে রাখলে হবে না। এশিয়া ও বিশ্ব রাজনীতিতে তার যে ভূমিকা, সে সম্পর্কে নতুন সিলেবাসে পড়বে ছাত্রছাত্রীরা।''

বৃহস্পতিবার এই বিভাগে উন্মোচন করা হয় মৈত্রী ফলকের। ভারতের ৭৫ ও বাংলাদেশের ৫০ বছরের স্বাধীনতা উপলক্ষ্যে ফলক উন্মোচন করেন কলকাতায় বাংলাদেশের উপ হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্র প্রমুখ। শিক্ষাক্ষেত্রে দুই দেশের আদানপ্রদান আরো প্রসারিত করতে উপ হাইকমিশন উদ্যোগী বলে জানান ইলিয়াস। তিনি বলেন, ''যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর চেয়ার স্থাপনের ব্যাপারে কথাবার্তা চলছে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিনিময় ব্যাপকভাবে শুরু করার চেষ্টা চলছে।''

যাদবপুরের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন ওমপ্রকাশ। তার বক্তব্য, ''ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। মৈত্রী সম্পর্কের মতো কর্মসূচি উভয় দেশের ঐক্যের ভিতকে শক্তিশালী করবে।'' মুসলিম লিগের উদারপন্থী অংশ হিসেবে পরিচিত ছিলেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি। ভারত বিভাজনের অনেক আগে কলকাতায় এসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তরুণ মুজিব। এই শহরের মৌলানা আজাদ কলেজে পড়াশোনা করেছেন তিনি। থেকেছেন কলেজের ছাত্রাবাসে। বেকার হোস্টেলের যে ঘরে তিনি থাকতেন, সেটি স্মৃতিকক্ষ হিসেবে সংরক্ষিত রয়েছে।

সেই অর্থে মুজিবুর রহমান দুই দেশের মধ্যে যোগসূত্র হয়েই রয়েছেন। তার চূড়ান্ত পরিণতি পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ভারতের সমর্থন। তরুণ রাজনৈতিক কর্মী থেকে রাষ্ট্রনায়ক হয়ে ওঠার নেপথ্যে যে মতাদর্শগত সংগ্রাম, তার অধ্যয়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া নিবিড়ভাবে জানতে পারবেন বঙ্গবন্ধুকে। ইমনকল্যাণ জানিয়েছেন, পাঠ্যসূচিতে কী কী থাকবে তা চূড়ান্ত হবে সিলেবাস নির্ধারক কমিটির আলোচনায়। তারপর বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের পাঠদান শুরু হবে। যদিও একে 'মুজিববাদ' শব্দবন্ধের তকমা দিতে রাজি নন এই অধ্যাপক। তার ভাষায়, ''মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দর্শন ও ভাবনা তুলে ধরা হবে পাঠ্যে। যাদবপুরের বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকরাই পড়াবেন ছাত্রছাত্রীদের।''

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহল রয়েছে। ৪৬তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে আকর্ষণের কেন্দ্রে মুজিবের জীবনী, মুক্তিযুদ্ধ। কলকাতা থেকেও এ বিষয়ে বই প্রকাশিত হয়েছে। এবার তার রাজনৈতিক জীবন ঘিরে গভীর অধ্যয়নের সুযোগ তৈরি হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

শুধু পশ্চিমবঙ্গেই এই কৌতূহল সীমাবদ্ধ নয়। ভারত ও তার বাইরেও একই ধরনের চেষ্টা চলছে। বাংলাদেশ উপ হাইকমিশনের প্রেস সচিব রঞ্জন সেন ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে কথা চলছে। আশা করছি খুব শীঘ্রই শুরু করা যাবে। ইতিমধ্যে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। আরো কয়েকটি দেশে বাংলাদেশ সরকার বঙ্গবন্ধু চেয়ার স্থাপনের জন্য কাজ করছে।''

বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত গবেষণা নিয়ে তিনি বলেন, ''যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকেই প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে যে এই প্রতিষ্ঠানে যদি বাংলাদেশ স্টাডি সেন্টার করা যায়। আমরা মনে করছি এটা ভালো প্রস্তাব। মন্ত্রণালয়ের কাছে উপস্থাপনা করা যেতে পারে।''

সাগররুনি হত্যাকাণ্ড, ডিএনএ টেস্টেও খুলছে না 'জট'

ঢাকা : সাংবাদিক দম্পতি সাগর রুনি হত্যার তদন্ত এতদিন ডিএনএ টেস্টে ঝুলে ছিল। কিন্তু এবার জানা গেল ডিএনএ টেস্টেও হত্যাকারীদের চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। কারণ, ওই টেস্টের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে আসা আসতে পারেনি র‍্যাব। র‍্যাবের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ল্যাবে ২৫ জনের ডিএনএ টেস্টের ফলাফল বিশ্লেষণ করে তারা কোনো অবয়ব তৈরি করতে পারছেন না। দুই জনের অবয়ব তৈরি করা গেলেও তারা সন্দেভাজন কেউ নন। তবে এখনো বিশ্লেষণ অব্যাহত আছে। তারা এখনো এই হত্যাকাণ্ডের মোটিভ সম্পর্কেও নিশ্চিত নন বলে একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান। তিনি বলেন, ''আসলে এই মামলাটি নিয়ে আমরা এখনো কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের দ্রুত তদন্ত শেষ করতে বলেছেন। আমরাও চেষ্টা করছি। কিন্তু আমরা নিশ্চিত না হয়ে তো কোনো চার্জশিট দিতে পারি না।'' ডিএনএ টেস্টের ব্যাপারে তিনি হতাশা প্রকাশ করে বলেন, ''আসলে আমরা চেষ্টা করেছিলাম ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে হত্যকারীদের চিহ্নিত করতে। এজন্যই যুক্তরাষ্ট্রের সেরা ল্যাবে ডিএনএ টেস্টের জন্য পাচিয়েছিলাম। কিন্তু এখন তাদের ফল পেয়ে আমরা অনেটাই হতাশ। আমরা হত্যাকাণ্ডের মোটিভ সম্পর্কেও এখনো নিশ্চিত নই।'' ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাতে সাংবাদিক দম্পতি সাগর সারওয়ার ও মেহেরুন রুনি তাদের পশ্চিম রাজাবাজারের বাসায় খুন হন। ওই ঘটনার সময় বাসায় তাদের সঙ্গে ছিল শিশু পুত্র মেঘ । গত ১১ বছরে এই মামলার তদন্ত সংস্থা পরিবর্তন হয়েছে তিনবার। সর্বশেষ আদালতের নির্দেশে র‍্যাব মামলাটি তদন্ত করছে। সেখানে বার বার তদন্ত কর্মকর্তা পরিবর্তন হয়েছে। এ পর্যন্ত ৯৫ বার তারিখ দিয়েও তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে জমা দিতে পারেননি তদন্তকারীরা। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের পর তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই অপরাধীদের গ্রেপ্তারের কথা বলেছিলেন। তিনি তখন দাবি করেছিলেন সব তথ্য তারা পেয়ে গেছেন। সাগরের মা সালেহা মুনির বলেন, ''র‍্যাবের তদন্ত কর্মকর্তা এএসপি মহিউদ্দিন সাহেব সর্বশেষ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। এরপর শুনেছি আরো কয়েকজন তদন্ত কর্মকর্তা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন না। আমি জানিও না মামলার তদন্তে কোনো অগ্রগতি আছে কিনা।'' তার কথা, ''পিবিআই যদি ৩০-৩৫ বছর পর সগিরা মোর্শেদ হত্যাকাণ্ডের অপরাধীদের চিহ্নিত করতে পারে, তাহলে র‍্যাব কেন পারে না? তারা না পারলে বলুক, তদন্ত ছেড়ে দিক। যারা পারে, তারা তদন্ত করুক। আমার প্রশ্ন তারা কি উদ্দেশ্যমূলকভাবে তদন্তে দেরি করছে, না ভয় পাচ্ছে প্রকাশ করতে?'' তিনি বলেন, ''এর আগে র‍্যাব বলল ডিএনএ টেস্টে দুই জনের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ মিলেছে। তারপর আর কোনো খবর নেই। তারা কি শুধু ল্যাবেই পাঠাবে? ডিএন টেস্ট ছাড়া আরো কোনো তদন্ত নেই! তারা কোনো তদন্ত করবে না?'' সাগর সারোয়ারের মা কান্নাজড়িত কন্ঠে বলেন, ''রুনির মা তদন্তের শেষ না দেখেই মারা গেছেন। আমারও সময় শেষ হয়ে আসছে। আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, বিচার চেয়েই যাবো। আমি আমার ছেলের কবরের পাশে যাবো না অপরাধীরা ধরা পড়ার আগে।''

এই মামলা এখন তদন্ত করছেন র‍্যাবের অ্যাডিশানল এসপি শফিকুল ইসলাম। তিনি তার ফোন বন্ধ রেখেছেন কয়েকদিন ধরে, যাতে কেউ তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারেন। তবে র‍্যাবের দায়িত্বশীল কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, র‍্যাব মামলার তদন্তে নেমে গ্রেপ্তারকৃত আট আসামি, নিহত সাগর রুনি এবং স্বজনসহ ২৫ জনের ডিএনএ নমুনা পরীক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাঠায়। যুক্তরাষ্ট্রের পরীক্ষাগার থেকে পরীক্ষার রিপোর্টগুলো হাতে পাওয়ার পর অপরাধচিত্রের প্রতিবেদন (ক্রাইম সিন রিপোর্ট) পর্যালোচনা করে দুইজনের ডিএনএর পূর্ণাঙ্গ প্রোফাইল পেয়েছে। তবে তাতে সন্দেহভাজন খুনি শনাক্ত হয়নি। এই মামলায় গ্রেপ্তার আট জনের মধ্যে পাঁচজন রফিকুল, বকুল, সাইদ, মিন্টু ও কামনুন হাসান ওরফে অরুন মহাখালীর বক্ষব্যাধি হাসপাতালের চিকিৎসক নারায়ণচন্দ্র রায় হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে সাগর রুনির পারিবারিক বন্ধু তানভীর এবং বাসার নিরাপত্তাকর্মী পলাশ রুদ্র পাল ও হুমায়ূন কবীরকে। তারা সবাই হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন। সাগর রুনি হত্যাকাণ্ডে দুই মাস পর র‍্যাবকে আদালত এই মামলা তদন্তের দায়িত্ব দেয়। এ পর্যন্ত এই মামলায় তারা ১৬০ জনের জবানবন্দি নিয়েছেন।

রুনির ভাই নওশের রোমান বলেন, ''দুইতিন বছর ধরে র‍্যাবের তদন্তকারীরা আর আমাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেন না। আমরাও করি না। করলে তো একই কথা বলবে আমরা চেষ্টা করছি, তদন্ত অব্যাহত আছে। আমার মনে হয় এই সরকারের আমলে এই হত্যার বিচার পাবো না। এই সরকার এর বিচার বা তদন্তে কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছে না। হয়ত কাউকে তারা আড়াল করতে চাইছে বা কোনো প্রভাবশালীদের রক্ষা করতে চাইছে।''

তিনি বলেন, ''তদন্ত চলাকালে এর আগে আমাদের হয়রানিও করা হয়েছে। আমাদের জড়িয়ে কথা বলা হয়েছে। আমাদের সঙ্গে যতবার কথা বলতে চেয়েছে, আমরা বলেছি। আমাদের যতবার ডেকেছে, গিয়েছি। এখন আমরা হতাশ, তবে আশা ছাড়িনি।''

র‍্যাবের পরিচালক, মিডিয়া অ্যান্ড লিগ্যাল উইং কমান্ডার খন্দকার আল মঈন বলেন, ''সাগর রুনি হত্যা মামলাটি অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি মামলা। এটা একটা আলোচিত মামলা। তাই অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আমরা এই মামলার তদন্ত করছি। শুধু দেশে নয়, প্রয়োজনে বিদেশেও বিভিন্ন সংস্থার আমরা সহযোগিতা নিয়েছি। প্রকৃত আসামিকে শনাক্ত করতে আমরা বিদেশে ডিএনএ টেস্টসহ নানা সহযোগিতা নিয়েছি। আমরা তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যউপাত্ত পর্যালোচনা করছি।''

মামলার তদন্তে এত দীর্ঘ সময় লাগার কারণ জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, ''আমরা একটি জিনিস মাথায় রেখে তদন্ত করছি, যাতে একজন নিরপরাধ ব্যক্তিও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আমরা যাতে প্রকৃত অপরাধীকে শনাক্ত করতে পারি, সেজন্যই আমাদের তদন্তে একটু দেরি হচ্ছে। কিন্তু আমরা আন্তরিক। তদন্ত কর্মকর্তা সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে যাচ্ছেন।''

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেন, ''সাংবাদিক দম্পতি সাগর সারওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে দ্রুত তদন্ত প্রতিবেদন দিতে র‍্যাবকে নির্দেশনা দেয়া হবে। আমরাও চাই এ হত্যার রহস্য দ্রুত উন্মোচিত হোক।''

ঢাকায় সড়কআইনে এক বছরে আড়াই লাখের বেশি মামলা

ঢাকা : সড়ক পরিবহণ আইনে যানবাহন ও চালকের বিরুদ্ধে ২০২২ সালে প্রায় দুই লাখ ৬৪ হাজার মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। ডিএমপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সড়ক পরিবহন আইনেযানবাহন ও চালকের বিরুদ্ধে ২০২২ সালে এসব মামলা করার পাশাপাশি প্রায় ৫৫ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া ডিএমপির উইমেন সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন বিভাগ ২০২২ সালে দুই হাজার ৩৭৭ জন নারী ও শিশুকে বিভিন্নভাবে সেবা দিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাইবার অপরাধের ১৭১টি মামলায় ১১৫ জন ৩৫টি মামলায় ৮৭ জন জঙ্গি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ১৬ হাজার ৩৫টি মামলায় ২১ হাজার ৯৮০ জন, অস্ত্র ও গোলাবারুদ মামলায় ৪১০ জন এবং ১৬৯টি চোরাচালান মামলায় শতাধিক আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই সময়ে। এছাড়া নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে ২ হাজার ১০টি মামলায় এক হাজার ৭০৯ জন আসামিকে গ্রেপ্তারের কথা বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে ডিএমপি। ১৯৭৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ১২টি থানা এবং সাড়ে ছয় হাজার জনবল নিয়ে যাত্রা শুরু করে ঢাকা মহানগর পুলিশ বর্তমানে ৫০টি থানা আর ৩৪ হাজার জনবল নিয়ে এর কার্যক্রম চলছে। এ বছর ১১ ফেব্রুয়ারি ডিএমপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের দিন ঠিক করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিভিন্ন সাফল্যের বিষয় কথা তুলে ধরে ডিএমপি বলছে, কাজের পরিধি বেশি হওয়ায় অন্যান্য ইউনিটের থেকে অনেক বেশি আধুনিক সুযোগসুবিধা দিয়ে ডিএমপিকে গড়ে তোলা হয়েছে। শুরুতে আধুনিকতার তেমন ছোঁয়া না থাকলেও ডিজিটাল যুগে প্রবেশের সঙ্গে অপরাধের ধরন অনুযায়ী তা মোকাবেলা ও প্রতিরোধে পর্যায়ক্রমে গঠন করা হয় নতুন নতুন ইউনিট। রাজধানী ঢাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ টিম গড়তে ডায়নামিক রেসপন্স ইন্টিলিজেন্ট মনিটরিং সিস্টেম (ডিআরআইএমএস) ও সিটিজেন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিআইএমএস), সাসপেক্ট আইডেনটিফিকেশন অ্যান্ড ভেরিফিকেশন সিস্টেম (এসআইভিএস), ফেইসম্যাচিং, সিআইএ ল্যাব, আইপি ট্র্যাকার, সাইবার বুলিং অ্যান্ড ক্রাইম মনিটরিং সিস্টেম, ওয়ান স্টপ সার্ভিস, অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সিসিটিভি মনিটরিং সিস্টেম, হ্যালো সিটি অ্যাপ, সিডিএমএস ও পিআইএমএস ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে।

বর্তমানে ডিএমপিতে ৫৭টি বিভাগ ও ৫০টি থানা রয়েছে। একজন পুলিশ কমিশনার, ছয়জন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, ১২ জন যুগ্ম পুলিশ কমিশনার, ৫৭ জন উপপুলিশ কমিশনারসহ প্রায় ৩৪ হাজার পুলিশ সদস্য কর্মরত রয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নগরীতে প্রতি রাতে বিভিন্ন পদমর্যাদার প্রায় আট হাজার পুলিশ সদস্য সার্বক্ষণিক নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকেন । অপরাধ দমন ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের অংশ হিসেবে ঢাকা শহরে দেড় হাজারের বেশি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করে সার্বিক নিরাপত্তা মনিটরিং করা হচ্ছে।

'শান্তি শপথে বলীয়ান' এ মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে রাজধানী ঢাকার জননিরাপত্তা বিধান ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করছে ডিএমপি নিয়োজিত রয়েছে বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেলের নিরাপত্তার দায়িত্বেও।

শনিবার বিকাল ৩টায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু হবে ডিএমপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসের আনুষ্ঠানিকতা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন সেখানে উপস্থিত থাকবেন।

পরে বিকালে ৪টায় কেক কেটে দিবসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । সোয়া ৪টায় রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স অডিটরিয়ামে ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

অশ্বিনের জালে ফেঁসে কোহলিদের দুই দিনের ছুটি দিল অস্ট্রেলিয়া

নাগপুর ঃ ভারত প্রথম ইনিংসে ৪০০ রানে অলআউট হওয়ার পরই মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে গিয়েছিল দুই দল। ২২৩ রানে পিছিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নামা অস্ট্রেলিয়ার সামনে কঠিন লড়াই ছিল। নাগপুরে আজ তৃতীয় দিনে স্পিনবান্ধব উইকেটে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজার জালে ফেঁসে যাওয়ার ঝুঁকিটাই ছিল সবচেয়ে বেশি। ঘটেছেও ঠিক তাই। আজ এক সেশনেই ১০ উইকেট হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া ফেঁসেছে জাদেজাতে আর দ্বিতীয় ইনিংসে ফাঁসল অশ্বিনের জালে। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৯১ রানে অলআউট হয়ে নাগপুর টেস্টে ইনিংস ও ১৩২ রানের ব্যবধানে হেরেছে অস্ট্রেলিয়া। টেস্টে ভারতের মাটিতে এটাই অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে কম রানে অলআউট হওয়ার ইনিংস।

চার টেস্টের বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল রোহিত শর্মার ভারত।

অস্ট্রেলিয়াকে আজ দিনের বাকি দুই সেশনের পুরোটা ব্যাট করতে দেয়নি ভারতের স্পিন 'ত্রয়ী' অশ্বিন-জাদেজা-অক্ষর। এই তিন স্পিনার নিজেদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ১০ উইকেটের ৮টি ভাগ করে নেন। ৩৭ রানে ৫ উইকেট নেন অশ্বিন। ৩৪ রানে ২ উইকেট জাদেজা। ২টি উইকেট পেসার মোহাম্মদ শামির ও ১টি উইকেট বাঁহাতি স্পিনার অক্ষর প্যাটেলের। তবে পরিসংখ্যান দিয়ে লাবুশেন-ওয়ার্নারদের ওপর অশ্বিনদের আধিপত্য বোঝানো যাবে না। নাগপুরে প্রথম দিন থেকেই বাঁক নিয়েছে বল। আজ তৃতীয় দিনে উইকেট থেকে বাউন্সের সঙ্গে বাঁকও পেয়েছেন অশ্বিন। বল মাঝেমধ্যে নিচুও হয়েছে। আর ছিল স্পিন খেলার কৌশলগত ভুল।

জাদেজার বলে মারনাস লাবুশেনের এলবিডব্লু আউটটাই যেমন অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে দ্বিতীয় ওভারেই অশ্বিনের বেশি বাঁক নেওয়া বল অযথাই ড্রাইভ করতে গিয়ে স্লিপে ক্যাচ দেন উসমান খাজা (৫)। তিনে নামা লাবুশেনের তখনই সাবধান হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। ১১তম ওভারে জাদেজার করা বলটির লেংথই বুঝতে পারেননি। পেছনের পায়ে খেলতে গিয়ে বলের বাঁক বুঝতে ভুল করে আউট হন। আজ সারা দিন ভারতের স্পিনারদের কাছে ঠিক এভাবেই উইকেট দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা।

স্বীকৃত সাত ব্যাটসম্যানের মধ্যে পাঁচজনই এলবিডব্লু। ডেভিড ওয়ার্নার, ম্যাট রেন শ, পিটার হ্যান্ডসকম্ব ও অ্যালেক্স ক্যারিদের মধ্যে কেউই ভারতীয় স্পিনারদের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। পাঁচে নামা স্টিভেন স্মিথ যা একটু বুক চিতিয়ে লড়েছেন। ২৫ রানে অপরাজিত থাকা স্মিথ ক্রিজের এক প্রান্ত থেকে শুধু সতীর্থদের আসাযাওয়ার মিছিলই দেখেছেন।

ফিরেই পাঁচ উইকেট পেয়েছেন জাদেজা অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের মধ্যে শুধু তিনজন রানের দুই অঙ্কে পৌঁছাতে পেরেছেন। লাবুশেন, ওয়ার্নার (১০) ও স্মিথ (২৫)। ফিফটি দূরে থাক, ৩০ রানও কেউ করতে পারেননি। নাগপুর টেস্ট শুরুর আগে ভারতের স্পিনবান্ধব উইকেট নিয়ে নানা রকম কথা বলেছে অস্ট্রেলিয়া শিবির। নাকাল হতে হলো সেই স্পিন 'জুজু'তেই। কিন্তু ভারতও একই উইকেটে ব্যাট করে চার শ রান তোলায় অস্ট্রেলিয়া টপ অর্ডারের স্পিন খেলার সামর্থ্য নিয়েই প্রশ্ন উঠবে।

হ্যান্ডসকম্ব ক্রিজে থাকতে অশ্বিন বল করার সময় ক্রিকইনফোর 'লাইভ ম্যাচ' বিবরণীতে বলা হয়েছে, ভারতের এই স্পিনার পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মকে কাঁচকলা দেখিয়ে বল করছেন। রাউন্ড দ্য উইকেট থেকে ডানহাতি ব্যাটসম্যানকে যেকোনো ডানহাতি অফ স্পিনারের এলবিডব্লু করা খুব কঠিন। উইকেটে সব সময় বল রাখতে হয়। অশ্বিন এই কাজটাই দারুণভাবে করে সাফল্যের দেখা পেয়েছেন।

টেস্ট ক্যারিয়ারে এ নিয়ে ৩১তমবার ইনিংসে ৫ উইকেট পেলেন। এর মধ্যে ভারতের মাঠে ইনিংসে ৫ উইকেট পেয়েছেন ২৫ বার। ভারতের প্রথম ইনিংসে ৪৭ রানে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন জাদেজা। সব মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়া নিজেদের দুই ইনিংসে জাদেজা-অশ্বিনের কাছেই মূলত নাকাল হলো। আশ্চর্যের বিষয় হলো, নিজেদের দুই ইনিংস মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়ার কোনো ব্যাটসম্যানই ফিফটির দেখা পাননি।

আঙুলে ক্রিম লাগিয়ে শাস্তি পেলেন জাদেজা

নাগপুর (ওয়েবডেস্ক) ঃ কী রোমাঞ্চকরভাবেই না আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরলেন রবীন্দ্র জাদেজা! অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার পর কঠিন কন্ডিশনে ব্যাট হাতে করেছেন ৭০ রান। টানা দুই ইনিংসেই ফিরিয়েছেন আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের ১ নম্বর ব্যাটসম্যান মারনাস লাবুশেনকে। নাগপুরে সব মিলিয়ে ৭ উইকেট নেওয়ার সঙ্গে ৭০ রান করে তিনিই হয়েছেন ম্যাচসেরা। জাদেজার এই আনন্দে কিছুটা হলেও হতাশা বয়ে এনেছে নিয়ম ভঙ্গ করার শাস্তি। ভারত যখন ফিল্ডিংয়ে ছিল, তখন আঙুলে ক্রিম লাগানোর কারণে জাদেজাকে ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ জরিমানা গুনতে হচ্ছে। সঙ্গে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও যুক্ত হয়েছে জাদেজার খাতায়।

টেস্টের প্রথম দিনের প্রথম ইনিংসের ৪৬তম ওভারে সতীর্থ মোহাম্মদ সিরাজের ডান হাতের ওপর থেকে কোনো একটি পদার্থ তুলে নেন জাদেজা। এর পর থেকেই আলোচনা শুরু হয় জাদেজা বল বিকৃত করেছেন কি না। অস্ট্রেলিয়ার অনেক সাবেক ক্রিকেটারও জাদেজার এই ঘটনা নিয়ে টুইটে ক্ষোভ ঝেড়েছেন। তখন এর ব্যাখ্যায় ভারতের টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে বলা হয়, বোলিং হাতের তর্জনীতে ব্যথানাশক ক্রিম লাগিয়েছেন জাদেজা। ক্রিকেটের আইন বলছে, বোলার হাতে কোনো কিছু মাখাতে চাইলে আম্পায়ারের অনুমতি নিতে হবে। বলের কন্ডিশন ঠিক রাখতেই এই নিয়ম। জাদেজা সেটা করেননি। সেদিক থেকে জাদেজা আইসিসির নিয়ম ভেঙেছেন।

টড মার্ফি। নাথান লায়নের পর কি অস্ট্রেলিয়ার স্পিন বিভাগের ভরসা হয়ে উঠতে পারবেন এ কারণেই নাগপুর টেস্টের ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট জাদেজাকে এই শাস্তি দিয়েছেন। ভারতের বাঁহাতি অলরাউন্ডার শাস্তি মেনে নেওয়ায় আর শুনানির প্রয়োজন পড়েনি। জাদেজা আঙুলের ব্যথা কমানোর জন্যই হাতে ক্রিম লাগিয়েছেন বলে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে বল বিকৃতির অভিযোগ আনা হয়নি। জাদেজার অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সঙ্গে অধিনায়ক রোহিত শর্মার সেঞ্চুরি মিলিয়ে নাগপুরে সিরিজের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে ইনিংস ও ১৩২ রানে হারিয়েছে ভারত।

চশমা ছাড়া মুশকিলে পড়া ছেলেটির সঙ্গে ওয়ার্নের তুলনা

নাগপুর ঃ ১১ মাস আগেও প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে মাত্র একটি ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা ছিল টড মার্ফির। মেলবোর্নের ক্লাব সেন্ট কিলডার হয়ে তখন গ্রেড ক্রিকেট নিয়ে ভাবছিলেন। বছর পেরোনোর আগে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলা এই অফ স্পিনারের জীবন এখন পাল্টে যাওয়ার পথে। নাগপুর টেস্টে কাল ভারতের বিপক্ষে নিয়েছেন ৫ উইকেট, আজ আরও ২টি মিলিয়ে প্রথম ইনিংসে শিকার ৭ উইকেট। নাথান লায়নের পর তিনিই টেস্ট অভিষেকে ৫ উইকেট নেওয়া অস্ট্রেলিয়ার প্রথম স্পিনার। টেস্ট অভিষেকে ৫ উইকেট পেতে কেমন লাগে? উত্তরটা মার্ফির মুখ থেকেই শুনুন। কাল দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর বলেছেন, 'গত কয়েকটি দিন খুব ভালো কাটছে। আর অভিষেকে ৫ উইকেট নেওয়া আমার কল্পনাতেই ছিল না।' সত্যিই, ক্রিকেট কতটা গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা যে মার্ফি ১১ মাস আগেও ভেবেছেন গ্রেড ক্রিকেট নিয়ে, সেই তিনিই এখন নাগপুরে অস্ট্রেলিয়ার লড়াইয়ে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বোলার। অথচ চোখে চশমা না থাকলে কয়েক মিটারের বেশি দেখতে পান না। ঘরোয়া ক্রিকেটে সতীর্থরা তাই নাম দিয়েছেন 'গগলস'। আর মাঠের মার্ফিকে দেখলে মনে হতেই পারে অঞ্জন দত্তের গানের সেই লাইন, 'চশমাটা খুলে গেলে মুশকিলে পড়ি...।' আসলে মুশকিলে পড়েছেন ভারতের ব্যাটসম্যানরা। যে মুশকিলে ফেলার কথা ২২ বছর বয়সী মার্ফিও ভাবতে পারেননি। এক বছরের কম সময় আগে ডারউইনে ক্লাব ক্রিকেট খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন মার্ফি। নির্বাচক টনি ডোডেমাইডে তাঁকে জানান, অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের হয়ে শ্রীলঙ্কা সফরে যেতে হবে। মার্ফি তখন ভিক্টোরিয়ার হয়ে শেফিল্ড শিল্ডে মাত্র দুটি ম্যাচ খেলেছেন। হাম্বানটোটায় গিয়ে মার্ফি শুধু ক্যারিয়ারে নিজের প্রথম শ্রেণির ম্যাচসংখ্যাই বাড়াননি, গলে ডাক পড়ে অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলের নেট অনুশীলনেও। বল করেছেন নেটে। নজরটা সম্ভবত তখনই কেড়েছিলেন। আর অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকদেরও জহুরির চোখ। টেস্ট অভিষেকে অস্ট্রেলিয়ার সর্বকনিষ্ঠ স্পিনার হিসেবে ৫ উইকেট নিয়ে নির্বাচকদের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতাও প্রমাণ করেছেন মার্ফি। চোখে চশমা না থাকলে কয়েক মিটারের বেশি দেখতে পান না। ঘরোয়া ক্রিকেটে সতীর্থরা তাই নাম দিয়েছেন 'গগলস'। আর মাঠের মার্ফিকে দেখলে মনে হতেই পারে অঞ্জন দত্তের গানের সেই লাইন, 'চশমাটা খুলে গেলে মুশকিলে পড়ি...।' অফ স্পিনার হিসেবে মার্ফির লাইন-লেংথ কতটা নিয়ন্ত্রিত, তার একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে ক্রিকইনফো। নাগপুর টেস্টে মার্ফির ৬৩ শতাংশ ডেলিভারি ছিল গুড লেংথে। ফুল টস ও একেবারেই খাটো লেংথে করেছেন একটি করে মাত্র দুটি ডেলিভারি। আর ৩৭টি ফুল লেংথ ডেলিভারি থেকে এসেছে মাত্র ২৩ রান, উইকেটও আছে ১টি। তাঁর 'মেন্টর' ১১৫ টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নাথান লায়ন কাল পর্যন্ত ৫৯ শতাংশ ডেলিভারি ভালো লেংথে করতে পেরেছেন। আজ টেস্টের তৃতীয় দিনেও ৭০ রান নিয়ে বিপজ্জনক হয়ে ওঠা রবীন্দ্র জাদেজাকে তুলে নিয়ে ধারাবাহিকতার প্রমাণ দিয়েছেন মার্ফি। তবে নিজের এই এত দ্রুত উঠে আসা মার্ফিরও জন্যও বিশ্বাস করা কঠিন, 'গত বছর এ সময়েও আমি রাজ্য দলে ছিলাম না। উন্নতিটা তাই খুব দ্রুতই হয়েছে।' মার্ফি অফ স্পিনার হলেও তাঁর তুলনা হচ্ছে প্রয়াত কিংবদন্তি লেগ স্পিনার শেন ওয়ার্নের সঙ্গে। ভ্রুকুটির কিছু নেই। টেস্ট অভিষেকে মার্ফি প্রতিপক্ষের সবগুলো উইকেট নিলেও হয়তো শেন ওয়ার্নের সঙ্গে তাঁর তুলনা অর্থহীন বলে মনে হবে। কিন্তু এই তুলনাটা যদি তাঁর বাবা করেন, তাহলে বুঝে নিতে হবে, সেটি সন্তানের প্রতি ভালোবাসা থেকে। নাগপুরে বিদর্ভ স্টেডিয়ামে মার্ফির কীর্তি গ্যালারি থেকে দেখেছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। গত বৃহস্পতিবার মার্ফি অস্ট্রেলিয়ার ব্যাগি গ্রিন টুপি পাওয়ার পর এক সাক্ষাৎকারে তাঁর বাবা জেমি মার্ফি বলেছেন, তাঁর সন্তানের মধ্যে 'শেন ওয়ার্নের অনেক বৈশিষ্ট্য আছে'। এটা আসলে একজন গর্বিত পিতার অনুভূতি। ওয়ার্ন তর্কযোগ্যভাবে অনেকের চোখেই সর্বকালের সেরা বোলার। তাঁর সঙ্গে একজন সদ্য টেস্ট অভিষিক্তের তুলনা ওঠে কীভাবে!

ওয়ার্নকে কিন্তু কাছ থেকেই দেখেছেন টডের বাবা জেমি। 'সেভেন নিউজ' জানিয়েছে, ১৯৯১-৯২ গ্রেড ক্রিকেট প্রিমিয়ারশিপে ওয়ার্নের সঙ্গে খেলেছেন জেমি। তবে টেস্ট অভিষেকে বোলিংয়ের তুলনা টানলে মার্ফি কিন্তু ওয়ার্নের চেয়ে অনেক ভালো বল করেছেন। ১৯৯২ সালে সিডনিতে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেকে ১৫০ রানে ১ উইকেট নিয়েছিলেন ওয়ার্ন।

তবু সর্বকালের অন্যতম সেরা এক ক্রিকেটারের সঙ্গে তুলনা ওঠায় টড মার্ফির একটু অস্বস্তি লাগাই স্বাভাবিক, এমনকি সেই তুলনাটা তাঁর বাবা টানলেও, 'এটি (তুলনা) শোনার পর অবিশ্বাসে মাথা নাড়িয়েছি। ওয়ার্নের সঙ্গে কোনো মিল আছে কি না, আমি ঠিক নিশ্চিত নই।' তবে পরিবারকে নাগপুরের গ্যালারিতে পেয়ে খুশি টড মার্ফি, 'এখানে (ভারতে) আসতে তাদের কয়েকটি দিন খুব ব্যস্ততায় কেটেছে। তবে তারা সব সময়ই আমার অভিযাত্রার অংশ। এখানে তাদের পাওয়াটা সত্যিই বিশেষ ব্যাপার আমার জন্য।'

টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার স্পিনারদের মধ্যে জেসন ক্রেজার চেয়ে ভালো অভিষেক আর কারও হয়নি। সেটিও ১৫ বছর আগে এই নাগপুরেই। ২০০৮ সালে ভারতের বিপক্ষে সে টেস্টে ১২ উইকেট নিয়েছিলেন এই অফ স্পিনার।

এবার ভারতের প্রথম ইনিংসে মার্ফির শিকার ১২৪ রানে ৭ উইকেট। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ১৭৭ রানের বিপরীতে ভারত তুলেছে ৪০০ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং ভালো করলে (এই প্রতিবেদন প্রকাশের সময় অস্ট্রেলিয়া পিছিয়ে ১৮১ রানে) হয়তো আরেকবার বোলিংয়ের সুযোগও পাবেন মার্ফি।এই টেস্টে ক্রেজাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ আসুক বা না আসুক, ক্যারিয়ার বিবেচনায় নিশ্চয়ই এগিয়ে থাকতে চাইবেন তিনি। কারণ, ক্রেজার টেস্ট ক্যারিয়ার লম্বা হয়নি। সে বছর ডিসেম্বরেই পার্থে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলা ম্যাচটি ক্রেজার ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ, ধূমকেতুর মতো আর্বিভূত হয়ে হারিয়ে যাওয়ার উদাহরণ মার্ফির সামনেই আছে। প্রশ্ন হলো, নাগপুরে জীবন পাল্টে যাওয়ার পর ক্রেজার ক্যারিয়ার দেখে মার্ফি শিক্ষা নেবেন কি না?

তুরস্কে হাজার হাজার ভবন নির্মাণে দুর্নীতি চাগে ফেলেছে এরদোয়ানকে

তুরস্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ তুরস্কে বিধ্বংসী ভূমিকম্পকে ঘিরে বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, এতো বড় মাপের ট্র্যাজেডি এড়ানো যেত কিনা এবং প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের সরকার মানুষের জীবন বাঁচাতে আরও কিছু করতে পারতেন কিনা। ১৯৩৯ সালের পর এটাই ছিল সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প।

টানা কুড়ি বছর ক্ষমতায় থাকার পরে আসন্ন নির্বাচনে মি. এরদোয়ানের পুনরায় ক্ষমতায় আসীন হওয়া ঝুঁকিতে পড়েছে। তার জাতীয় ঐক্যের আবেদন উপেক্ষিত হয়েছে।

রেচেপ তাইয়িপ এরদোয়ান ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় কিছু ভুল হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। তবে তিনি একটি দুর্গত এলাকায় পরিদর্শনের সময় এই ভূমিকম্পের পেছনে ভাগ্যকে দোষারোপ করে বলেন, এ ধরনের ঘটনা সবসময় ঘটেছে। এটি নিয়তির অংশ।

তুরস্ক দুটি ফল্ট লাইনে অবস্থিত এবং দেশটিতে ভূমিকম্পের যে বিল্ডিং কোড রয়েছে সেটি ৮০ বছরের পুরনো।

তুরস্কের ৮১টি প্রদেশের মধ্যে ১০টি প্রদেশে ব্যাপক উদ্ধার অভিযানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সাড়া পেতে অনেক সময় লেগে যায় এবং কয়েকটি গ্রামে প্রথম কয়েকদিন পৌঁছানো যায়নি।

ভূমিকম্পে ছয় হাজারেরও বেশি ভবন ধসে পড়েছে এবং তুরস্কের দুর্যোগ মোকাবেলা কর্তৃপক্ষের কর্মীরা নিজেরাই ভূমিকম্পে আটকা পড়েছেন।

দুর্যোগের প্রথম কয়েক ঘন্টা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হলেও রাস্তা খারাপ থাকায় উদ্ধারকারী দলগুলোকে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন পর্যন্ত সংগ্রাম করতে হয়।

অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় তুরস্কে ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা বেশি। কিন্তু দেশটির স্বেচ্ছাসেবী উদ্ধারকারী দলের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বাস করেন, এবারের ভূমিকম্পের ঘটনায় রাজনীতি ঢুকে পড়েছে। এর আগে ১৯৯৯ সালের অগাস্টে তুরস্কে বড় ভূমিকম্প আঘাত হানে। সে সময় দেশটির সশস্ত্র বাহিনী ওই উদ্ধার অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিল। কিন্তু এরদোয়ানের সরকার তুর্কি সমাজে তাদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল।

আকুত ফাউন্ডেশনের প্রধান, নাসুহ মাহরুকি বলেছেন, সারা বিশ্বে সবচেয়ে সংগঠিত এবং লজিস্টিকভাবে শক্তিশালী সংস্থাগুলি হল সশস্ত্র বাহিনী তাদের হাতে প্রচুর জিনিষপত্র রয়েছে।সুতরাং এই শক্তিকে দুর্যোগের সময় ব্যবহার করতে হবে।

এর পরিবর্তে, তুরস্কের বেসামরিক দুর্যোগ কর্তৃপক্ষের কর্মী রয়েছে ১০ থেকে ১৫ হাজারের মতো। আকুতের মতো বেসরকারি সংস্থাগুলো তাদের তিন হাজারের মতো স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে সহায়তা করছে।

মি. মাহরুকি বলেন, বর্তমানে সেনাবাহিনীর সক্ষমতা ১৯৯৯ সালের তুলনায় অনেক বেশি, কিন্তু তাদেরকে পরিকল্পনার বাইরে যে কোনো কাজ করতে সরকারের আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে।

এ কারণে উদ্ধার ও অনুসন্ধান অভিযান শুরু করতে দেরি হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান স্বীকার করেছেন যে, তুরস্কের কাছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় 'তল্লাশি ও উদ্ধারকারী দল' থাকা সত্ত্বেও সরকার যতো দ্রুত অভিযান পরিচালনা করতে চেয়েছিল তত দ্রুত হয়নি। বছরের পর বছর ধরে, তুর্কিদের একটি বড় ধরণের ভূমিকম্পের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল কিন্তু খুব কম মানুষই ধারণা করেছিলেন যে এটি পূর্ব আনাতোলিয়ান ফল্ট বরাবর আঘাত হানবে। এই ভূমিকম্পের প্রভাব দেশটির দক্ষিণপূর্বাঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত হয়েছে, কারণ বেশিরভাগ বড় কম্পন উত্তরের ফল্টে আঘাত করেছে।

২০২০ সালের জানুয়ারিতে তুরস্কের এলাজিগে একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। এই স্থানটি সোমবারে আঘাত হানা অঞ্চলের উত্তরপূর্বে অবস্থিত।

তখন ইস্তাম্বুল টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির ভূতত্ত্ব প্রকৌশলী অধ্যাপক নাসি গোরুর এই ভূমিকম্পের ঝুঁকিটি অনুমান করেছিলেন। এমনকি তিনি আদিয়ামান এবং কাহরামানমারাস শহরের উত্তরে পরবর্তী ভূমিকম্পের পূর্বাভাসও দিয়েছিলেন।

আমি স্থানীয় সরকার, গভর্নর এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে সতর্ক করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, দয়া করে আপনার শহরগুলোকে ভূমিকম্পের জন্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা নিন। যেহেতু আমরা ভূমিকম্প থামাতে পারবো না, তাই ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি কমাতে হবে। তুরস্কের অন্যতম প্রধান ভূমিকম্প প্রকৌশল বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মুস্তাফা এরদিক ধারণা করছেন যে বিল্ডিং কোডগুলো অনুসরণ না করার কারণে জীবনের এতো বড় ক্ষতি হয়েছে এবং তিনি বিল্ডিং শিল্পের অজ্ঞতা এবং অযোগ্যতাকেও দায়ী করেন।

তিনি বিবিসিকে বলেন, এই ক্ষতি প্রতিরোধ করা উচিত ছিল কারণ এই ধরণের ঘটনা বড় ধরণের হতাহতের কারণ।

২০১৮ সালে হালনাগাদ হওয়া বিল্ডিং কোড মতে , উচ্চমানের কংক্রিটকে রিবড ইস্পাত বার দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে। লম্বালম্বি কলাম এবং আড়াআড়ি বসানো বিমগুলোর কম্পনের প্রভাব শোষণ করার সক্ষমতা থাকতে হবে।

অধ্যাপক মুস্তাফা এরদিক বলেন, সমস্ত নিয়ম মেনে চললে কলামগুলো অক্ষত থাকত এবং ক্ষতিটি বিমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু এর পরিবর্তে কলামগুলো ভেঙ্গে পড়ায় প্রতিটি তলা একে অপরের উপর ধসে পড়েছে, যার ফলে এতো হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।

তুরস্কে ভবন নির্মাণে বিল্ডিং কোড না মানার কারণে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দেশটির বিচার মন্ত্রী এ নিয়ে বলেছেন যে কেউ এই কোড লঙ্ঘন করলে তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করা হবে। কিন্তু এনিয়ে অনেকে সরকারের সমালোচনা করছেন।

বিরোধী দল সিএইচপি'র নেতা কামাল কিলিকদারোওলু বলছেন, ২০ বছর ক্ষমতায় থাকার পর প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের সরকার ভূমিকম্পের জন্য দেশকে প্রস্তুত করতে পারেনি।

১৯৯৯ সালের ভূমিকম্পের পরে দুটি ভূমিকম্প সংহতি কর নামের তহবিল তৈরি করা হয়েছিল। বিভিন্ন মোবাইল ফোন কোম্পানির ভয়েস এবং ম্যাসেজিং সার্ভিসের উপর কর, ইন্টারনেট সেবা, ক্যাবল টিভি ও রেডিও'র উপর কর আরোপ করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে তুরস্কের সরকারের কোষাগারে প্রায় সাড়ে চারশ কোটি ডলার জমা হয়েছিল।

এই তহবিল দিয়ে ভূমিকম্প প্রতিরোধী ভবন তৈরি এবং দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য খরচ করার কথা ছিল। কিন্তু ওই তহবিলের অর্থ দিয়ে কী করা হয়েছে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। এর কোন ব্যাখ্যা সরকারের কাছ থেকে কখনোই পাওয়া যায়নি। নগর পরিকল্পনাবিদরা অভিযোগ করেছেন যে ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলগুলোতে নিয়ম মেনে ভবন তৈরি করা হয়নি। যারা নিয়ম না মেনে ভবন নির্মাণ করেছিল তাদের কিছু আর্থিক জরিমানা করে ছাড় দেয়া হয়েছিল। এর ফলে প্রায় ৬০ লাখ ভবন অপরিবর্তিত অবস্থায় থেকে যায়। জরিমানা, ট্যাক্স এবং নানা ধরণের ফি থেকে তুরস্ক সরকারের কোষাগারে বিলিয়ন বিলিয়ন টার্কিশ লিরা জমা হয়। ২০১৯ সালে ইস্তাম্বুলে একটি আবাসিক ভবন ধসে ২১ জন নিহতের ঘটনায় তখনকার সিভিল ইঞ্জিনিয়ার চেম্বার প্রধান বলেছিলেন, এই সাধারণ ক্ষমা তুর্কি শহরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করবে। ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পেলিন পিনার গিরিটলিওগ্লুর বলেন, এবারের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ১০টি শহর থেকে এক লাখেরও বেশি আবেদন জমা পড়েছিল । এসব এলাকায় বিল্ডিং কোড না মেনে করে বহু ভবন নির্মাণ হয়েছে।

তিনি বিবিসিকে বলেন, সর্বশেষ ভূমিকম্পে এতো ভবন ধসে পড়ার ক্ষেত্রে সরকারের সাধারণ ক্ষমা অন্যতম বড় কারণ।

আমরা একে অপরকে দোষারোপ করে কোথাও যেতে পারবো না এবং আমাদের সমাধান খোঁজা উচিত, বলেন অধ্যাপক এরদিক।

তার ধারণা, এই সমস্যার পেছনে আরেকটি বড় কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষে অনেক প্রকৌশলী সামান্য অভিজ্ঞতা নিয়ে সরাসরি অনুশীলনে নেমে পড়েন।

আমরা ২৩ বছর ধরে ইস্তাম্বুলের সম্ভাব্য ভূমিকম্প সম্পর্কে সতর্ক করে আসছি। তাই ইস্তাম্বুলের নীতিনির্ধারকদের একত্রিত হওয়া উচিত এবং জনগণ, অবকাঠামো, ভবন এবং আশেপাশের এলাকাগুলোকে ভূমিকম্প প্রতিরোধী করে গড়ে তোলার জন্য নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি নিয়ে নিন্দা বা সমালোচনা না করে দেশব্যাপী ঐক্য ও সংহতির আহ্বান জানিয়েছেন।

ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলের কাছে হাতায় নামক অঞ্চলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, যারা রাজনৈতিক স্বার্থে নেতিবাচক প্রচারণা চালাচ্ছে আমি তাদের বরদাস্ত করবো না।

ক্ষতিগ্রস্ত অনেক অঞ্চল তার দল একেপি পরিচালনা করে।

কিন্তু মি. এরদোয়ান প্রথমে প্রধানমন্ত্রী এবং তারপর কর্তৃত্ববাদী নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসাবে ২০ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকার আছেন। এর কারণে দেশটিতে রাজনৈতিক মেরুকরণের সৃষ্টি হয়েছে। তার রাজনীতির কারণে আমরা এই অবস্থানে এসেছি, মিঃ কিলিকদারোওলু বলেছেন।

মে মাসে নির্বাচনের জন্য এখনও কোন প্রচার প্রচারণ শুরু হয়নি। তবে দেশটির বিরোধী দলগুলো প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা থেকে নামানোর জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ প্রার্থী ঘোষণা করতে প্রস্তুত।

মি. এরদোয়ান নির্বাচনের আগে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার যে কথা বলছেন, সেই আশায় গুড়েবালি পড়তে পারে।

তিনি সমালোচনার ব্যাপারে ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন এবং তার অনেক প্রতিপক্ষ কারাগারে আছেন বা বিদেশে পালিয়ে গেছেন।

২০১৬ সালে প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের চেষ্টা রক্তপাতের মধ্যে শেষ হয়েছিল। তখন তিনি এর প্রতিক্রিয়ায় কয়েক হাজার তুর্কিকে গ্রেপ্তার করেন এবং হাজারো সরকারি কর্মচারী বরখাস্ত করেন।

দেশটির মূল্যস্ফীতির হার ৫৭ হওয়ার কারণে জীবনযাত্রার খরচ আকাশছোঁয়া হয়ে পড়েছে।

ভূমিকম্পের প্রতিক্রিয়ায় সরকারের প্রথম পদক্ষেপগুলোর মধ্যে ছিল সাময়িকভাবে টুইটার ব্লক করা, যা তুরস্কে উদ্ধারকারীদের জীবিতদের সনাক্ত করতে সহায়তা করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল।

তবে সরকারের দাবি টুইটার ভুল তথ্য ছড়াতে ব্যবহার করা হচ্ছে। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা নিয়ে সমালোচনামূলক পোস্ট করার জন্য দেশটির সরকার একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকেও আটক করে।

জার্মানিতে নির্বাসিত তুর্কি সাংবাদিক ডেনিজ ইউসেল, লিখেছিলেন যে ১৯৯৯ সালের তুর্কি ভূমিকম্প মিঃ এরদোয়ানকে ক্ষমতায় আনতে সাহায্য করেছিল।

ত্রাণের অভাবে চরম সঙ্কটে উত্তর সিরিয়ার ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ

সীরিয়া ঃ উত্তরপশ্চিম সিরিয়ার বিদ্রোহীনিয়ন্ত্রিত এলাকায় কাজ করছে এমন একটি বেসামরিক ত্রাণ সংস্থা হোয়াইট হেলমেট এর প্রধান জাতিসংঘের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন, ভূমিকম্পের পর জাতিসংঘের পদক্ষেপ ছিল খুবই বাজে। রায়েদ আলসালেহ বলছেন, জাতিসংঘ নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না। বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের প্রথম ত্রাণবাহী গাড়িবহর তুরস্ক থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করে। তবে হোয়াইট হেলমেট বলছে, ঐ রসদপত্র ভূমিকম্পের আগে সেখানে পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল এবং উদ্ধার অভিযান চালানোর জন্য জরুরি রসদপত্র তাতে ছিল না।

ইডলিব থেকে ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে জেনেভায় জাতিসংঘের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলার সময় মি. আলসালেহ বলেন, ভূমিকম্পের ১০০ ঘণ্টা পর যে ত্রাণ বহর উত্তরপশ্চিম সিরিয়ায় পৌঁছেছে তাতে ছিল মাত্র ছয় ট্রাক ভর্তি সাহায্য সামগ্রী। এবং এগুলো ভূমিকম্পের আগেই সেখানে যাওয়ার কথা ছিল। তুরস্ক থেকে সিরিয়া পর্যন্ত স্থল সীমান্তের ক্রসিংগুলো রাশিয়ার পীড়াপীড়িতে কমিয়ে আনা সামগ্রীগুলি দামেস্কের সরকারের মাধ্যমে যাওয়া উচিত। কিন্তু হোয়াইট হেলমেট আজ শুক্রবার দাবি করেছে যে ভূমিকম্পের পর সিরিয়ার সরকার উত্তর সিরিয়ায় 'কিছুই' পাঠায়নি। মি. আলসালেহ আরও কিছু মানবিক করিডোর খোলার জন্য জাতিসংঘকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা রাশিয়াকে রাগাতে চায়নি বলে তিনি বলেন। জাতিসংঘের কর্মকর্তারা অবশ্যই মি. আলসালেহ'র এই ব্যাখ্যা মেনে নেবেন না। জাতিসংঘের জরুরি ত্রাণ সংস্থার প্রধান মার্টিন গ্রিফিথস এ সপ্তাহান্তে উত্তরপশ্চিম সিরিয়ায় যাচ্ছেন। তবে এই সফরের সময় তিনি হোয়াইট হেলমেট কর্মীদের সাথে দেখা করবেন কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। ভূমিকম্প আঘাত হানার পর চার দিন পার হয়েছে এবং সাহায্যের অভাবে উত্তরপশ্চিম সিরিয়ার পরিস্থিতি মরিয়া হয়ে উঠেছে বলে বিবিসি সংবাদদাতারা জানাচ্ছেন। উত্তর সিরিয়ার একটি হাসপাতালের কর্মরত ডাক্তার মোহাম্মদ হাসাউন বিবিসিকে জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের পর এখন তাদের কাছে যে চিকিৎসা সামগ্রী রয়েছে তা দেশের উত্তরাঞ্চলের ২০ মানুষের চাহিদাও পূরণ হবে না। বার্তা সংস্থা রয়টার্স খবর দিচ্ছে,

হয়েছে। যার ফলে বিরোধীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সিরিয় ভূখণ্ডের কিছু অংশে জাতিসংঘের মানবিক ত্রাণ বিতরণ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। রাশিয়া বলেছে, সাহায্য জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ডব্লিউএফপি শুক্রবার জানিয়েছে যে উত্তরপশ্চিম সিরিয়ায়, যেখানে ৯০ মানুষ সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে খাদ্যের মজুদ দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

নীতি নির্ধারকদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ অনিয়মিত অভিবাসন ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন

এডিলেইড ঃ অনিয়মিত অভিবাসন বৃদ্ধিকে নীতি নির্ধারকদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলে উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি বলেছেন, বালি প্রসেস যেন সমস্যার সাময়িক উপশমের উপলক্ষ না হয়। বরং অনিয়মিত অভিবাসনের মূল কারণগুলো মূলোৎপাটনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে কাজ করতে হবে। ১০ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়ার এডিলেইডে অনুষ্ঠিত বালি প্রসেস ফোরামের মানব পাচার ও চোরাচালান এবং এ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আপরাধ বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের অষ্টম সম্মেলনে আব্দুল মোমেন এ আহবান জানান। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যুদ্ধ ও সহিংসতা, দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত, ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, নিয়মিত অভিবাসনের স্বল্পতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর মতো সমস্যাগুলো অনিয়মিত অভিবাসন বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। যা বিশ্বের নীতি নির্ধারকদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে। সুতরাং বালি প্রসেসকে কার্যকর করতে, সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে অনিয়মিত অভিবাসনের মূল কারণ চিহ্নিত করে, তা মোকাবেলায় ভূমিকা রাখতে হবে। রোহিঙ্গা সমস্যাকে আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে উল্লেখ করেন বাংলাদেশর পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে টেকসই প্রত্যাবাসনে সকল দেশকে সক্রিয়ভাবে কাজ করার আহবান জানান। সম্মেলনের সাইড লাইনে, অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওয়াং এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্লেয়ার ও'নীলের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন ররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন। এসময় তিনি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টিতে অস্ট্রেলিয়ার সহযোগিতা কামনা করেন। মানবিক সাহয্যের পাশাপাশি শরণার্থী ভিসা প্রদান ও রোহিঙ্গাদের গ্রহণের বিষয়টি অস্ট্রেলিয়া বিবেচনা করতে পারে বলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন। সম্মেলনে ড. মোমেন, ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। তিনি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে আসিয়ান দেশসমূহকে যুক্ত করতে এবং এ বিষয়ে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টিতে ইন্দোনেশিয়ার সহযোগিতা কামনা করেন।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
রবিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
12:02:2023
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

আগামীতে সংকট আসছে এনজিওগুলোর জন্য, দরকার পরিবর্তন

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বিদেশি অনুদান সংকটের কারণে বাংলাদেশে পরিচালিত বেসরকারি সংস্থা যেগুলো এনজিও নামে পরিচিত সেগুলোর জন্য কঠিন অবস্থা আসছে এবং এর জন্য এসব সংস্থাকে টিকে থাকতে হলে পরিবর্তন আনাটা জরুরী বলে মনে করেন খাত সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, বাংলাদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থায় বেসরকারি সংস্থাগুলো নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার ও নতুন লক্ষ্য নিয়ে কাজ না করলে টিকে থাকতে পারবে না। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকে এর আর্থসামাজিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও কাজ করে আসছে। বিশেষ করে গ্রামীণ আর্থসামাজিক উন্নয়নে এসব সংস্থার ভূমিকা কম নয়। তবে স্বাধীনতার ৫০ বছর পার হওয়ার পর দেশের আর্থসামাজিক খাতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশিদের মাথাপিছু আয় ২৭০০ মার্কিন ডলারের বেশি। অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বিদেশি দাতা সংস্থা বা অন্য দেশের অনুদান এখন বাংলাদেশের জন্য কমে যাবে নানাবিধ কারণে। একটি হচ্ছে, বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার কারণে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, অনেক দেশ রয়েছে যেখানে শরণার্থী বেড়েছে কিংবা নিজ দেশের মধ্যেই অনুদানের চাহিদা বেড়েছে।

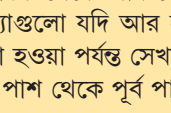

নেটোর ট্যাংক ও বিমান পেলে ইউক্রেন যুদ্ধ কি আরো ছড়িয়ে পড়বে?

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ইউক্রেনকে ট্যাংক দিয়ে সাহায্য করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি এবং যুক্তরাজ্য। অবশ্য ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি নেটো জোটের কাছে শুধু ট্যাংক নয়, যুদ্ধবিমানও চাইছেন - তবে এখনো কোন দেশই তা দেবার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেয়নি।

এ্যাব্রামস বা লেপার্ডের মত ট্যাংক এবং এফ-সিক্সটিনের মত যুদ্ধবিমান দেয়া হলে তা ইউক্রেনের সামরিক সক্ষমতা অনেকখানি বাড়িয়ে দেবে।

অনেক বিশ্লেষকই মনে করছেন, এসব সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন রাশিয়ার বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে ইউক্রেনকে সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে যাবে তাই নয়, পশ্চিমা বিশ্ব বা নেটো জোটভুক্ত দেশগুলোকেও এ যুদ্ধে আরো গভীরভাবে জড়িয়ে ফেলবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, তার পরিণাম কি হতে পারে?

এর ফলে কি চলমান এই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আরো ব্যাপক এবং বিপজ্জনক মাত্রা পেয়ে যেতে পারে?

ইউক্রেনে এখন চলছে শীতকাল। মাটি বরফে ঢাকা, স্যাঁতসেতে নরম - যা ট্যাংকের মত ভারী সামরিক যান চলার উপযোগী নয়। কিন্তু মার্চ মাস থেকে ইউরোপে বসন্তকালের শুরু - তখন আবহাওয়া পাল্টাতে শুরু করবে এবং সেসময়ই রাশিয়া নতুন উদ্যমে তাদের 'স্প্রিং অফেন্সিভ' শুরু করবে - এমনটাই ধারণা করা হচ্ছে। সমর বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ২০২৩ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে এটাই হবে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

রাশিয়া ইতোমধ্যেই তাদের নতুন নিয়োগ করা ৫০,০০০ সৈন্যকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছে, আরও প্রায় ২৫০,০০০ সৈন্যকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরি করার কাজ শেষ করে এনেছে।

তাদের এ অভিযান ঠেকাতে ইউক্রেনের দরকার উন্নতমানের ট্যাংক। শুধু ট্যাংক নয়, তার সাথে দরকার হবে কামান ও গোলাবারুদ, সেনা বহনকারী সাঁজোয়া যান এবং যুদ্ধ বিমান - যা আকাশ থেকে ট্যাংক বহরের অগ্রযাত্রাকে সুরক্ষা দেবে। ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক বিজ্ঞানী ও বিশ্লেষক আন্দ্রেই পিওন্তকোভস্কি বিবিসিকে বলেছেন, এ যুদ্ধে ইউক্রেনের বিজয় নির্ভর করবে কত দ্রুতগতিতে নেটো ট্যাংক, বিমান ও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পাঠাতে পারে তার ওপর।

আধুনিক স্থলযুদ্ধে ট্যাংক এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কারণ এটা শত্রুপক্ষের অবস্থান বা রক্ষণব্যূহ ভেদ করে সামনে এগুতে এবং জায়গা পুনর্দখল করতে বড় ভুমিকা রাখে।

ট্যাংক চলার জন্য রাস্তা দরকার নেই, অসমান, উঁচু-নিচু, খানাখন্দে ভরা মাটির ওপর দিয়েও তা চলতে পারে। একই সাথে ট্যাংক হচ্ছে এক চলন্ত কামান, যা যুদ্ধরত বাহিনীকে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেঙে সামনে এগুনোর এবং গোলাবর্ষণের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। সমর-বিশেষজ্ঞ এবং কুয়ালালামপুরের মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদ আলি বলছেন ট্যাংক হচ্ছে সাঁজোয়া যান। এর গায়ে বর্ম থাকে - যা ভেদ করতে হলে বিশেষ ধরনের অস্ত্র দরকার যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং সবার কাছে তা থাকে না।

ট্যাংকের প্রধান যে কামান তা ১২৫ মিলিমিটার ক্যালিবার পর্যন্ত হতে পারে - যা দিয়ে শত্রুপক্ষের ট্যাংক, সৈন্য, যানবাহন, দালানকোঠা এবং বাংকার এগুলো ধ্বংস করা যায়। আর এটা যেহেতু সচল অস্ত্র তাই বেশ কিছু ট্যাংকের বহর যখন একদিকে অভিযান শুরু করে তখন তা ঠেকানো বেশ কঠিন।

তবে ট্যাংক একাই কোন যুদ্ধ জেতার জন্য যথেষ্ট নয়। তার সাথে দরকার ভারী কামানের গোলাবর্ষণ - যা শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহকে দুর্বল করতে পারে এবং তা ছাড়া পুনর্দখল করা জায়গা নিয়ন্ত্রণে রাখতে তাদের পদাতিক বাহিনীর সাহায্যও দরকার। একই সাথে ট্যাংক বহরের মাথার ওপর যুদ্ধ বিমানের সুরক্ষাও দরকার - আকাশপথে আক্রমণ ঠেকানোর জন্য, বলছেন সৈয়দ মাহমুদ আলি । ট্যাংক বহরকে বিমান বহর আকাশে সুরক্ষা না দেয়া পর্যন্ত ট্যাংকগুলো বিপদের মুখে থাকবে। যুদ্ধের প্রথম দিকে রুশদের ঠিক এ কারণেই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

ইউক্রেনের বিমান বহর খুব একটা শক্তিশালী নয়। এগুলো দিয়ে পশ্চিমা ট্যাংক বহরকে কতটা কার্যকরী রাখা যাবে তা বলা কঠিন। সে কারণেই ইউক্রেন আমেরিকান এফ সিক্সটিন এবং সুইডেনের গ্রিপেনের মত অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান চেয়েছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন সম্মুখ যুদ্ধ চলছে ১০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে।

ইউক্রেনের কর্মকর্তারা বলছেন আগামী কিছুদিনের মধ্যেই রাশিয়া দোনেৎস্ক, লুহানস্ক ও জাপোরিশা লক্ষ্য করে এক নতুন আক্রমণ শুরু করবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

ইউক্রেন চাইছে সেটাকে প্রতিহত করতে। কিন্তু তারা পশ্চিমা ট্যাংক পাবার আগেও এ আক্রমণ শুরু হয়ে যেতে পারে।

ইউক্রেনের আরো একটা লক্ষ্য হচ্ছে নিজেদের হারানো ভূমি পুনরুদ্ধার করা।

এ দুটি উদ্দেশ্য সফল করতে হলে তাদের ট্যাংক দরকার। কিন্তু ইউক্রেনের কাছে যেসব ট্যাংক আছে তা সোভিয়েত-যুগের এবং পুরনো।

সৈয়দ মাহমুদ আলি বলছিলেন, ইউক্রেনের আশংকা - আগামী দু-এক মাসের মধ্যেই তাপমাত্রা যখন আরেকটু ওপরে উঠবে, বরফ গলে যাবে, মাটি শক্ত হবে - তখন রাশিয়া নতুন করে অভিযান শুরু করবে। তা প্রতিহত করার জন্য, এবং ইউক্রেনের পূর্ব দিকে ডনবাস আর দক্ষিণের যেসব জায়গা রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে - সেগুলো পুনর্দখল করার জন্য যত দ্রুত সম্ভব পাশ্চাত্যের আধুনিক ট্যাংক দিয়ে আক্রমণ চালাতে চাইছে ইউক্রেন।

ইউক্রেন নেটোর কাছে অন্তত তিনশ' ট্যাংক চেয়েছে। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত জার্মানি ১৪টি লেপার্ড-টু ট্যাংক, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩০টি এম-ওয়ান আব্রামস ট্যাংক দেওয়ার কথা বলেছে। তা ছাড়া যুক্তরাজ্য দিচ্ছে চ্যালেঞ্জার ট্যাংক। পোল্যান্ডও ইউক্রেনকে ট্যাংক পাঠানোর কথা ঘোষণা করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির সিদ্ধান্তের পর হয়তো আরো কিছু দেশ যেমন ফ্রান্সও কিছু ট্যাংক দেবে বলে জানা যাচ্ছে।

এর সাথে ইউক্রেন আরো পাবে ব্রিটেনের তৈরি কামান, মাইনরোধী যান, সেতু-নির্মাণের যান, এবং ব্রিটিশ, মার্কিন ও জার্মান সাঁজোয়া যান।

ফলে অনেক বিশ্লেষকই বলেছেন এটি এক 'গেমচেঞ্জার' ঘোষণা। কিন্তু এটার ফলে ইউক্রেন প্রকৃতপক্ষ কতটা সুবিধা পাবে? এই শ'তিনেক ট্যাংক কি ইউক্রেনের যুদ্ধে জেতার জন্য যথেষ্ট হবে?

রুশ বিষয়ক বিশ্লেষক স্টেফেন ডিয়েল বলছেন, ইউক্রেন ৩০০ ট্যাংক চেয়েছিল তবে তারা যদি শ'খানেক ট্যাংকও পায় - এবং এর সাথে সাঁজোয়া যান, আর্টিলারি, বিমানবিধ্বংসী কামান - অর্থাৎ একটা যথাযথ ফরমেশনে যা যা থাকতে হয়, সেগুলো ঠিকমত থাকলে - ইউক্রেন এ যুদ্ধে বিরাট সুবিধা পেয়ে যাবে।

তারা হয়তো পূর্ব ইউক্রেনের অধিকৃত এলাকাগুলো থেকে রুশ বাহিনীকে হঠিয়ে দিতেও সক্ষম হতে পারে, বলছিলেন মি. ডিয়েল। সৈয়দ মাহমুদ আলি বলছেন, ইউক্রেন ভাবছে, পূর্বদিকের ডনবাস অঞ্চলে যেখানে নদীনালা কম, মজবুত সেতু আছে - যেখানে বরফ গলে যাবার পর মাটি শক্ত, শুকনো, যেখানে ৭০-৮০ টন ওজনের ট্যাংক চলতে পারবে, সেখানে ট্যাংক ব্যবহার করা যাবে। কারণ যুদ্ধে তাদের একটা লক্ষ্য হচ্ছে হারানো এলাকাগুলো পুনরুদ্ধার। এজন্য তারা চাইছে যাকে বলা হয় কনসেন্ট্রেশন অব ফায়ার - একই জায়গায় অনেক ট্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ গোলাবর্ষণ করে শত্রুর ব্যূহ ভেঙে দেয়া। এধরনের একটা চিন্তা তাদের রয়েছে।

কথা হচ্ছে, ট্যাংক তো রাশিয়ারও আছে। তারা কি ইউক্রেনের এসব ট্যাংক মোকাবিলা করতে পারবে না?

বিশ্লেষকরা বলছেন, রুশ সশস্ত্র বাহিনীর হাতে হাজার হাজার ট্যাংক থাকলেও নেটো জোটের কাছ থেকে ইউক্রেন যেসব ট্যাংক পাবে - তা বেশি দ্রুতগামী ও উন্নত।

বিশ্লেষক স্টিফেন ডিয়েল বলছেন, এটা ঠিক যে কোন ট্যাংকই পুরোপুরি দুর্ভেদ্য নয় তবে রাশিয়ার সবচেয়ে আধুনিক ট্যাংক টি-১৪এর চাইতেও নেটো জোটের ট্যাংকগুলো উন্নত। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন, অন্যসব ট্যাংকের মত এগুলোও আগুনে পুড়বে। তার কথায় - ইউক্রেনকে নেটোর ট্যাংক দেয়াটা এক ব্যর্থ পরিকল্পনা এবং এতে কিয়েভের বাহিনী কত সুবিধা পাবে তা বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। কিন্তু বিশ্লেষক স্টিফেন ডিয়েল বলছেন, ইউক্রেনকে পশ্চিমা দেশগুলো ট্যাংক দেবার ঘোষণার পর থেকে রুশ পক্ষে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। রুশ টিভি চ্যানেলগুলোতে 'রাশিয়া কত শক্তিশালী' তা তুলে ধরে যেসব প্রচারণামূলক অনুষ্ঠানগুলো হয় - সেগুলোর সুর এখন বদলে গেছে। রাশিয়া যদিও মুখে বলছে যে এসব ট্যাংক তারা ধ্বংস করে দেবে, কিন্তু আসলে তাদের মধ্যে এ নিয়ে দুশ্চিন্তা দেখা যাচ্ছে, বলছেন তিনি।

আরো একটা প্রশ্ন হচ্ছে, ইউক্রেন এখন পর্যন্ত নেটোর কাছ থেকে শ'খানেক ট্যাংক পাবে বলে বলা হচ্ছে। যুদ্ধে কোন প্রভাব ফেলার জন্য এই সংখ্যা কি যথেষ্ট?

ড. সৈয়দ মাহমুদ আলি বলছেন, ভবিষ্যতে ইউক্রেন আরো ট্যাংক পেতে পারে।

নেটো প্রথমে অল্প কিছু অস্ত্রের প্রতিশ্রুতি দেয়, তবে পরে ইউক্রেন সেগুলো কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারলে তারা অস্ত্রের সরবরাহ বাড়িয়ে দেয়।

ইউক্রেনকে নেটোর ট্যাংক সরবরাহের সাথে দুটি বিষয় জড়িত - যা এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে নেটো বনাম রাশিয়ার মধ্যে যে উত্তেজনা চলছে, তাকে আরো একধাপ বাড়িয়ে দিতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এর মধ্যে একটি হচ্ছে আমেরিকান এ্যাব্রামস ও জার্মানির লেপার্ড জাতীয় ট্যাংকে ব্যবহৃত বিশেষ এক ধরনের গোলা - যা দিয়ে শত্রুপক্ষের ট্যাংক ও কংক্রিটের বাংকার ধ্বংস করা যায়।

ড. আলি বলছেন, এসব গোলায় ডিপ্লিটেড বা 'নিম্ন মাত্রার' ইউরেনিয়াম ব্যবহৃত হয় এবং তা বিস্ফোরিত হলে বাতাসে তেজস্ক্রিয় ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। রুশ কর্তৃপক্ষ বলেছে যদি এধরনের গোলা তাদের এলাকায় বা তাদের সৈন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয় তাহলে একে পারমাণবিক অস্ত্র-সমতুল্য বলে তারা ধরে নেবেন এবং প্রয়োজনীয় পাল্টা ব্যবস্থা নেবেন। অর্থাৎ তাহলে যুদ্ধের মাত্রা একধাপ ওপরে উঠে যাবে এবং সেটা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে, বলছেন ড. আলি। আরেকটি দিক হচ্ছে নেটোর ট্যাংকের পাশাপাশি ইউক্রেনের মাটিতে পশ্চিমা প্রশিক্ষক ও সামরিক উপদেষ্টাদের সম্ভাব্য উপস্থিতি।

তবে সৈয়দ মাহমুদ আলি বলছেন, ইউক্রেনে পশ্চিমা সামরিক প্রশিক্ষক ও উপদেষ্টার উপস্থিতি ২০১৪ সাল থেকেই ছিল। উত্তর ইউক্রেনে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ওপর রাশিয়া আক্রমণও চালিয়েছিল - যাতে বেশ কিছু লোক হতাহত হয়। তবে এখন ইউক্রেনীয় বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে জার্মানি ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে। স্টিফেন ডিয়েল বলছেন, নেটোর ট্যাংক ব্যবহারের যে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, তা হবে সম্ভবত ইউরাপের মাটিতে ।

ইউক্রেনের সৈন্যরা সম্ভবত ইউরোপে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেবে। তবে এটা ঠিক যে কিছু পশ্চিমা পরামর্শক হয়তো ইউক্রেনের মাটিতে থাকবেন। কিন্তু এটা রাশিয়ার প্রতিক্রিয়ায় কোন পার্থক্য তৈরি করবে না - কারণ মস্কো ইতোমধ্যেই এ যুদ্ধকে পশ্চিমা শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা নেটোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে বর্ণনা করে বসে আছে।

গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে রুশ অভিযান শুরুর পর থেকে ইউক্রেনকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সহায়তা করেছে পশ্চিমা বিশ্ব। কিন্তু এর পরও ইউক্রেনের বিস্তীর্ণ অংশ দখল করে নিয়েছে রুশ বাহিনী এবং তার অধিকাংশের ওপর সে দখল এখনও তারা বজায় রেখেছে। এসব অংশকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাশিয়া তার নিজের অংশ বলে ঘোষণা করেছে, অনেক জায়গায় স্কুলের পাঠ্যক্রমে তা পড়ানো হচ্ছে। সৈয়দ মাহমুদ আলি বলছেন, ইউক্রেনীয়রা রুশ বাহিনীকে অনেক ক্ষেত্রে আটকে রেখেছে কিন্তু রুশ বাহিনী - অনেক ট্যাংক ও সৈন্য হারালেও - মনে করছে যে তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে।

সব যুদ্ধই একসময় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শেষ হয় । তবে যুদ্ধবিরতির আলোচনায় কোন পক্ষের হাত কত শক্ত - তা নির্ভর করে যুদ্ধক্ষেত্রে কার অবস্থান কেমন তার ওপর।

নেটো জোটের ট্যাংক পাবার ফলে ইউক্রেনের অবস্থান কিছুটা শক্তিশালী হবে বলে ধরে নেয়া যায়, কিন্তু বাস্তবে বিভিন্ন দেশের ট্যাংক বা জটিল সমরাস্ত্র একসঙ্গে করে একটি অভিযানে ব্যবহার করা - তার জন্য তাদের সময় লাগতে পারে।

তবে ড. আলি বলছেন রুশ কর্তৃপক্ষও এখন জানে যে ইউক্রেনের হাতে কী আছে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে তাদের কী করতে হবে তারা তা জানে এবং সে প্রস্তুতি তারাও নেবে। ইউক্রেনকে ট্যাংক সরবরাহের জন্য নেটোর ঘোষণার পরপরই কথা উঠেছে এই সঙ্গে তাদেরকে এফ-১৬র মত অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমানও দেয়া হবে কিনা। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি নেটোর কাছ থেকে ট্যাংকের সরবরাহ পেতে না পেতেই যুদ্ধবিমানের কথা বলতে শুরু করেছেন। ব্রিটেন ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পার্লামেন্টের বক্তৃতায় জোর দিয়ে যুদ্ধবিমান দেবার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

ইউক্রেন জুড়ে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করেছে রাশিয়া

কিয়েভ ঃ একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মাধ্যমে শুক্রবার ইউক্রেনে গোলা বর্ষণ করেছে রাশিয়া। ক্ষেপনাস্ত্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে আঘাত করে, আর এর ফলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দেয়। ঝাপোরিঝিয়ার ভারপ্রাপ্ত মেয়র জানান, শহরটিতে এক ঘন্টার মধ্যে ১৭টি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। ঝাপোরিঝিয়ায় ইউরোপের বৃহত্তম পারমাণবিক কেন্দ্র অবস্থিত। সারা দেশে বিমান হামলার সতর্কতামূলক সাইরেন বাজানো হয়। কর্মকর্তারা জনসাধারণকে সাইরেনের দিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্য সতর্ক করে দেন এবং সেগুলো শোনামাত্র নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে বলেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের এক বছর পূর্তির ঠিক আগে, শুক্রবারের এই হামলা চালানো হলো। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকির সাম্প্রতিক লন্ডন, প্যারিস এবং ব্রাসেলস সফরের পর এই হামলা চালানো হলো। ঐ সফরকালে তিনি রাশিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করতে ইউক্রেনকে সাহায্য করার জন্য যুদ্ধবিমান চাওয়ার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ইউক্রেন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি এবং অন্যান্য নেটো মিত্রদের কাছ থেকে ট্যাংক পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। তবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পালটা আক্রমণ চালানোর জন্য এখনো পর্যাপ্ত ট্যাংক নেই দেশটির। এদিকে, শুক্রবার রাশিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী আলেকজান্ডার নোভাক বলেছেন, রাশিয়া মার্চ থেকে ৫ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন হ্রাস করবে। ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের কারণে, পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল ক্রয়কালে মূল্যের ওপর সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। প্যারিসে অনুষ্ঠেয় ২০২৪ সালের অলিম্পিক গেমসে, রাশিয়া এবং বেলারুশের ক্রীড়াবিদদের অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টায়, সমর্থন পেতে শুক্রবার জেলেন্সকির ক্রীড়া মন্ত্রীদের এক শীর্ষবৈঠকে বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি চায়, ক্রীড়াবিদরা তাদের জাতীয় পতাকা ব্যবহার না করে অংশগ্রহণ করুক।

হিলি ও লালমনিরহাটের রেলপথ ও সড়ক ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছে ভারত ঃ নূরুল ইসলাম সুজন

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন জানিয়েছেন যে হিলি ও লালমনিরহাটের রেলপথ ও সড়ক ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছে ভারত। শুক্রবার দুপুরে বিরামপুর রেলস্টেশনে নির্মাধীণ ইয়ার্ডের জায়গা ও রেলস্টেশনের নতুন ভবন কাজের অগ্রগতি পরিদর্শননে এসে তিনি সাংবাদিকদের একথা জানান। নূরুল ইসলাম সুজন বলেন, উত্তরবঙ্গের সব রেলপথকে ডাবল লাইনে করা হবে। সরকার এই লক্ষ্যে ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছে। ভারত তাদের আসামসহ সেভেন সিস্টারের সঙ্গে রেলপথ ও সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য, বাংলাদেশের হিলি ও লালমনিরহাট ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছে। বাংলাদেশের রেলমন্ত্রী বলেন, এতে করে দুই দেশের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য আরও গতিশীল হবে, বৃদ্ধি পাবে। দুই দেশই লাভবান হবে। আমরা এই বিষয়টি ভেবে দেখছি। তিনি আরও বলেন, যাত্রী সেবার মান ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ট্রেনের আরও বগি বাড়ানো হবে। রেলের আরও অনেক সংস্কার করা হবে। সকল রেলস্টেশনকে আধুনিকায়ণ ও নতুন রেলপথ নির্মাণ করা করা হবে। এরই অংশ হিসেবে বিরামপুর রেলস্টেশনে উন্নয়নমূলক কাজ করা হচ্ছে। এক প্রশ্নের জবাবে নূরুল ইসলাম সুজন বলেন, হিলি রেলস্টেশনে ইয়ার্ড ছিল। ফলে সেখানে পণ্য লোড-আনলোড করা হতো। ভারতের বর্ডারের কাছে হওয়ায়, পণ্য লোড-আনলোড করার বিষয়ে তারা আপত্তি করেছে। একারণে পণ্য লোড-আনলোড বন্ধ করা হয়। আর, সেখান থেকে সরিয়ে বিরামপুর রেলস্টেশনে ইয়ার্ড নির্মাণ করা হচ্ছে। তিনি জানান বিভিন্ন ঘটনার কারণে হিলি রেলস্টেশনের কিছু কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা পরীক্ষা করে দেখবো চলমান কাজ কেন বন্ধ হয়ে গেল। যদি ভারতের দিক থেকে আর কোন আপত্তি না থাকে, বা যেসব ঘটনার কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই সমস্যাগুলো যদি আর না থাকে, তাহলে আমরা চেষ্টা করবো সেখানে স্টপেজ বাড়ানোর। সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সেখানে নতুন কোন ট্রেনের স্টপেজ থাকবে না বলে জানান রেলমন্ত্রী। তবে পশ্চিম পাশ থেকে পূর্ব পাশে স্টেশন সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে ভেবে দেখার আশ্বাস দেন নূরুল ইসলাম সুজন।